শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

দুই তীরে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) কবি কী ভালোবাসেন?
ক বালুচর খ বেণুবন
গ জেলের ডিঙি ঘ পাতার আচ্ছাদন

২) চকাচকিরা কেমন জায়গায় ঘর বাঁধে?
ক যেখানে বাঁশবন থাকে
খ যেখানে মানুষজনের বাস
গ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না
ঘ যেখানে ধানখেত থাকে

৩) কখন বিদেশি হাঁসেরা আসে?
ক গ্রীষ্মকালে খ শরৎকালে
গ শীতকালে ঘ বসন্তকালে

৪) কচ্ছপেরা বালুচরে কী করে?
ক রোদ পোহায় খ বাসা বাঁধে
গ বৃষ্টিতে ভেজে ঘ লুকিয়ে থাকে

৫) জেলের ডিঙি কখন ভিড়ে?
ক সকাল–সন্ধ্যেবেলা খ শীতের দিনে
গ গভীর রাতে ঘ সন্ধ্যেবেলা

৬) বন থেকে আসা রাস্তার দুধারে কী?
ক বটগাছ খ বাঁশবাগান
গ কাশফুল ঘ কেয়াফুল

৭) ছেলের দল কী ভাসিয়ে ভাসে?
ক নৌকা খ ভেলা
গ ডিঙি ঘ কলাগাছ

৮) নদীটি দুই তীরের মানুষদের মাঝে কী তৈরি করেছে?
ক দূরত্ব খ শত্রবতা
গ বন্ধন ঘ প্রতিযোগিতা

৯) চকাচকির ঘর কোথায়?
(ক) বেণুবনে (খ) বালুচরে
(গ) তটের চারপাশে (ঘ) গভীর বনে

১০) 'চ্ছ' যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
(ক) চ ও চ (খ) চ ও ছ
(গ) চ, ছ ও র–ফলা (ঘ) ট ও ছ

১১) 'তট' শব্দের অর্থ কী?
(ক) কালো মেঘ (খ) নীল মেঘ
(গ) নদীর তীর (ঘ) শ্যামল গ্রাম

১২) 'জনশূন্য স্থান' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) কাশবন (খ) বেণুবন
(গ) বালুচর (ঘ) নির্জন

১৩) কবিতাংশে প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য
(খ) নৌকায় ভ্রমণের অনুভূতি
(গ) নদীতীরের মানুষের জীবনচিত্র
(ঘ) বাংলাদেশেরঋতুবৈচিত্র্য

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ক বালুচর
২) গ যেখানে জনপ্রাণী থাকে না
৩) গ শীতকালে
৪) ক রোদ পোহায়
৫) ঘ সন্ধ্যেবেলা
৬) খ বাঁশবাগান
৭) খ ভেলা
৮) গ বন্ধন
৯) (খ) বালুচরে
১০) (খ) চ ও ছ
১১) (গ) নদীর তীর
১২) (ঘ) নির্জন
১৩) (ক) নদীর দুই তীরের সৌন্দর্য

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) কখন, কোথায় কাশফুল ফোটে?
উত্তর : শরৎকালে নদী তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

২) নদীর বালুচরে কোন কোন প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়?
উত্তর : নদীর বালুচরে চকাচকি, বিদেশি হাঁস, কচ্ছপ ইত্যাদি প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়।

৩) বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন কেমন করে থাকে?
উত্তর : বাঁকা গলির দুই ধারে বেণুবন নিবিড়ভাবে পরস্পর জড়াজড়ি করে থাকে।

৪) সকাল–সন্ধ্যায় নদীর ঘাটে কী ঘটে?

উত্তর : সকাল–সন্ধ্যা নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা ভিড় করে। ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

৫) কোন কালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়?
উত্তর : শীতকালে কচ্ছপেরা রৌদ্র পোহায়।

৬) শরৎকালের প্রকৃতির রূ প সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।
উত্তর : শরৎকালের প্রকৃতি অপরূ প রূ প ধারণ করে। এ সময় নদীতে চর জেগে ওঠে। চরে চকাচকিরা ঘর বাঁধে। চারিদিকে কাশফুল ফোটে।

৭) নদীর বালুচরে কী ঘটে?
উত্তর : নদীর বালুচরে তীরের চারপাশে কাশফুল ফোটে। শরৎকালে চকাচকিরা বাসা বাঁধে। শীতের দিনে বিদেশি হাঁসেরা আসে। কচ্ছপেরা বালুচরে রোদ পোহায়। সন্ধ্যেবেলায় জেলেদের দু–একটি ডিঙি নৌকা ভিড়ে।

৮) ঘাটে বধূর মেলা বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : নদীর ঘাটে গ্রামের বধূরা সারাদিনই নানা কাজে আসে। কেউ পানি নেয়, কেউ কাপড় ধোয়। তারা পরস্পর কথা বলে, আনন্দ করে। দেখে মনে হয় ঘাটে যেন বধূদের মেলা বসেছে।

৯) দুই তীরে কবিতায় ওই পারের বনটি কেমন?
উত্তর : দুই তীরে কবিতায় নদীর ওই পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১০) সকাল–সন্ধ্যায় ছেলের দল কী করে?
উত্তর : সকাল–সন্ধ্যায় ছেলের দল নদীতে ভেলা ভাসিয়ে ভেসে বেড়ায়।

১১) তটের চারপাশে কী ফোটে?
উত্তর : তটের চারপাশে কাশফুল ফোটে।

১২) ওই পারের বনটি কিসে ঘেরা? বনের রাস্তাটি কেমন?
উত্তর : নদীর ঐ পারের বনটি গাছের পাতার ঘন ছায়ায় ঘেরা। বন থেকে ছোট একটি রাস্তা এসে মিশেছে নদীতে। সে রাস্তার দুই ধারে বাঁশবাগান পরস্পর জড়াজড়ি করে অবস্থান করছে।

১৩) নদীর বালুচরে কখন কোন পাখি দেখা যায়?
উত্তর : নদীর বালুচরে শরৎকালে নীড় বাঁধে চকাচকিরা। আর শীতকালে দেখা মেলে নানা রকম বিদেশি হাঁসদের।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।

উত্তর : একটি নদীর দুই তীরে দুজন মানুষের বাস। একজন ভালোবাসেন তাঁর নদীর বালুচর। এখানে ফোটে কাশফুল, দেখা যায় নানা রকম পাখির আনাগোনা। আরেকজনের ভালো লাগে নদীতীরের ছায়াঘেরা বন। বাঁশবনের প্রাচীরে ঘেরা একটি রাস্তা সে বন থেকে নদীতে এসে মিশে গেছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের কবিতাংশটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

আমারে চেনো না? আমি যে কানাই।
ছোকানু আমার বোন।
তোমার সঙ্গে বেড়াবো আমরা
মেঘনা, পদ্মা, শোন।
সব নাও, মাঝি, চকচকে সিকি
এই আনি দুটো, তাও।
লক্ষ্মী তো, মোরে-আর ছোকানুরে
নৌকায় তুলে নাও।
শুয়ে–শুয়ে দেখি অবাক আকাশ,
আকাশ ম–স্ত বড়ো,
পৃথিবীর সব নীল রং বুঝি
সেখানে করেছে জড়ো।
সারাদিন গেলো, সূর্য লুকালো
জলের তলার ঘরে,
সোনা হয়ে জ্বলে পদ্মার জল
কালো হলো তার পরে
সন্ধ্যার বুকে তারা ফুটে ওঠে–
এবার নামাও পাল,
গান ধরো, মাঝি; জলের শব্দ
ঝুপঝুপ দেবে তাল।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১) ছোকানু কানাইয়ের কী হয়?
(ক) ভাই (খ) বন্ধু
(গ) বোন (ঘ) শিৰক

২) কোনটি 'সূর্য' শব্দের সমার্থক?
(ক) দিবাকর (খ) শশী
(গ) যামিনী (ঘ) দিবস

৩) কানাই কখন মাঝিকে গান গাইতে বলে?
(ক) আকাশে মেঘ জমলে (খ) সূর্য অস্ত গেলে
(গ) বৃষ্টি হলে (ঘ) সূর্যের উদয় হলে

৪) কানাই কী দেখে আশ্চর্য হয়?
(ক) ঘন নীল আকাশ (খ) পদ্মা, মেঘনা, শোন
(গ) সূর্যের অস্ত যাওয়া (ঘ) চকচকে নতুন সিকি

৫) কবিতাংশে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) নৌভ্রমণের বাসনা
(খ) শরতের আকাশের বর্ণনা
(গ) ভাইবোনের ভালোবাসা
(ঘ) নদীর সৌন্দর্যের কথা

উত্তর : ১) (গ) বোন; ২) (ক) দিবাকর; ৩) (খ) সূর্য অস্ত গেলে; ৪) (ক) ঘন নীল আকাশ; ৫) নৌভ্রমণের বাসনা।

❑ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
লক্ষ্মী	শান্ত স্বভাব।
মস্ত	বিশাল।
সিকি	চার আনা বা ২৫ পয়সা মূল্যের মুদ্রা।
অবাক	বিস্মিত।
জড়ো	একত্রে স্তূপ দেওয়া।
পাল	বায়ু ভরে নৌকা চালানোর মাস্তুলে লাগানো কাপড়।

ক) দাদু খড়গুলো ——— করছেন।
খ) ——— তুলে দেওয়ায় নৌকার গতি বেড়ে গেল।
গ) ——— ছেলেদের সবাই ভালোবাসে।
ঘ) হাতি এক ——— প্রাণী।
ঙ) সুমনের গানের গলা সবাইকে ——— করে দিল।

উত্তর : ক) জড়ো; **খ)** পাল; **গ)** লক্ষ্মী; **ঘ)** মস্ত; **ঙ)** অবাক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : কানাই সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :

১) কানাই পদ্মা, মেঘনা, শোন ইত্যাদি নদীতে বেড়াতে চায়।
২) কানাইয়ের বোনের নাম ছোকানু।
৩) কানাই মাঝিকে অনুরোধ করে তাকে আর ছোকানুকে নৌকায় তুলে নিতে।
৪) কানাই মাঝিকে চকচকে সিকি ও দুটো আনি দিতে চায়।
৫) কানাই গাঢ় নীল আকাশ দেখে আশ্চর্য হয়।

খ) কানাই মাঝিকে কেন, কীভাবে নিতে অনুরোধ করে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : কানাইয়ের মনে নৌকায় করে নানা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার বাসনা। তাই সে মাঝিকে তার নৌকায় তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে। মাঝিকে কানাই চকচকে দুটো আনি দিতে চায়। তাকে লক্ষ্মী বলে সম্বোধন করে। এভাবে নৌকায় তুলে নিতে কানাই মাঝির কাছে অনুনয় করে।

গ) সন্ধ্যায় কী কী ঘটল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : সন্ধ্যায় যা যা ঘটল–

১) সূর্য অস্ত গেল।
২) পদ্মার জলে সোনালি আলোর দ্যুতি দেখা গেল।
৩) ধীরে ধীরে পদ্মার জল কালো রং ধারণ করল।
৪) আকাশের বুকে তারা জ্বলে উঠল।

ঘ) কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে কোনো এক সন্ধ্যায় নৌকা ভ্রমণের বর্ণনা দেওয়া হলো–

১) ভাড়া করা নৌকা নিয়ে আমি, আমার ছোট ভাই ও বড় মামা এক সন্ধ্যায় ভ্রমণে বের হয়েছিলাম।
২) চাঁদের আলোয় চারদিক আলোকিত হয়ে ছিল।
৩) নদীর জলে চাঁদের আলো পড়ে এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল।
৪) আমরা নাশতা করার জন্য সঙ্গে মুড়ি, চানাচুর নিয়েছিলাম।
৫) রাত দশটায় আমরা আনন্দ ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফিরেছিলাম।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ষ্ট, ন্দ্র, ণ্ড, ল্প, ৰ্ম

উত্তর :

ষ্ট – ষ + ট = নষ্ট
– খাবারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।

ন্দ্র – ন + দ + র–ফলা (্র) = তন্দ্রা
– খোকা তন্দ্রায় ঢুলছে।

ণ্ড – ণ + ড = প্রচণ্ড
– রাতুল প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে।

ল্প – ল + প = গল্প
– আমার গল্প শুনতে ভালো লাগে।

ৰ্ম – ক + ষ = ৰ্মা
– ৰ্মা মহৎ কাজ।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

চ্ছ, ন্ধ, ন্দ, দ্র, স্ত।

উত্তর :

চ্ছ – চ + ছ = গচ্ছিত
– মায়ের কাছে আমার কিছু টাকা গচ্ছিত আছে।

ন্ধ – ন + ধ = বন্ধ
– জানালাটা বন্ধ করে দাও।

ন্দ – ন + দ = বন্দি
– সারাৰণ ঘরে বন্দি থাকতে ভালো লাগে না।

দ্র – দ + র–ফলা = ক্ষুদ্র
– ক্ষুদ্র পিঁপড়াও সময়ের মূল্য জানে।

স্ত = স + ত = সমস্ত
– বাবা সমস্ত কাজ একাই করলেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

ফুটিয়াছে, যাইতেছে, বাঁধিল, মিলাইয়া, দিয়াছে

উত্তর :

সাধু রূ প	**চলিত রূ প**
ফুটিয়াছে	– ফুটেছে
যাইতেছে	– যাচ্ছে
বাঁধিল	– বাঁধল
মিলাইয়া	– মিলিয়ে
দিয়াছে	– দিয়েছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

নদী, তট, বন, ঘর, জল।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
নদী	–	তরঙ্গিণী, তটিনী।
তট	–	কূল, তীর।
বন	–	অরণ্য, জঙ্গাল।
ঘর	–	গৃহ, আবাসস্থল।
জল	–	পানি, বারি।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

মিল, বাঁকা, রোদ, ঘন, সুন্দর।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
মিল	–	অমিল
বাঁকা	–	সোজা
রোদ	–	বৃষ্টি
ঘন	–	পাতলা
সুন্দর	–	অসুন্দর

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

শরৎকাল যে নির্জনে
তটের চারিপাশ,
আমি ভালোবাসি আমার
যেথায় ফুটে কাশ
চকাচকির ঘর।
নদীর বালুচর,

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) শরৎকালে নদীর বালুচরে কী কী ঘটে?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো–

আমি ভালোবাসি আমার
নদীর বালুচর,
শরৎকাল যে নির্জনে
চকাচকির ঘর।
যেথায় ফুটে কাশ
তটের চারিপাশ,

খ) কবিতাংশটি 'দুই তীরে' কবিতার অংশ।
গ) কবিতাটির কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ঘ) শরৎকালে নদীর বালুচরে :
(১) চকাচকিরা নিরালায় ঘর বাঁধে।
(২) তটের চারপাশ জুড়ে কাশফুল ফোটে।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

দেখে এলাম নায়াগ্রা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) কোথায় থাকতে লেখকের জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল?
ক বাংলাদেশে খ কানাডায়
গ আমেরিকায় ঘ ইংল্যান্ডে

২) লেখক কানাডার যে শহরে থাকতেন তার নাম কী?
ক নায়াগ্রা খ অটোয়া
গ মন্ট্রিল ঘ টরন্টো

৩) কীভাবে নায়াগ্রা দেখতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো?
ক গাড়িতে চড়ে খ বাসে চড়ে
গ জাহাজে চড়ে ঘ বিমানে চড়ে

৪) উন্নত দেশের রাস্তা কেমন?
ক খানাখন্দে ভরা খ গর্তে ভরা
গ আঁকাবাঁকা ঘ রেললাইনের মতো সোজা

৫) লেখক যে গাড়িতে চড়ে নায়াগ্রা গেলেন সেটি ছিল–
ক নিজের গাড়ি খ ভাড়া করা গাড়ি
গ এক বন্ধুর গাড়ি ঘ সরকারি গাড়ি

৬) 'দেশে ফিরে কী গল্পটাই না করা যাবে!'– কিসের গল্প?
ক বিশাল গাড়ির গল্প
খ বিদেশের রাস্তার গল্প
গ কানাডায় জীবনযাপনের গল্প
ঘ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প

৭) জলপ্রপাতের সাথে কোনটির মিল আছে?
ক ঝর্ণার পতনের খ সাগরের ঢেউয়ের
গ পুকুরের আকারের ঘ পাহাড়ের চূড়ার

৮) ওপর থেকে জলের পতন ছাড়া কোনটি হওয়া সম্ভব নয়?
ক জলপ্রপাত খ সমুদ্র
গ নদী ঘ পুকুর

৯) নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টির ঘটনাটি বিশ্ব-ভূমণ্ডলে একটি–
ক স্বাভাবিক ঘটনা খ সাধারণ বিষয়
গ অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘ অপ্রয়োজনীয় ঘটনা

১০) খরস্রোতা নদীর মাঝখানে কতখানি চওড়া ফাটল?
ক নদীর সমান খ পুকুরের সমান
গ সাগরের সমান ঘ খালের সমান

১১) নায়াগ্রা পাহাড় থেকে না নামলেও একে প্রপাত বলা যায় কেন?
ক খরস্রোতা নদী থেকে উৎপত্তি বলে
খ পানির ওপর থেকে নিচে পতন হচ্ছে বলে
গ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
ঘ নায়াগ্রায় জলের পরিমাণ অনেক বেশি বলে

১২) যে ভূমি উঁচুনিচু নয় বা পাহাড়ি নয় তাকে কেমন ভূমি বলা হয়?
ক খরস্রোতা খ বৃষ
গ সমতল ঘ অসমতল

১৩) নায়াগ্রা কিসের নাম?
ক মহাদেশের খ মহাসাগরের
গ জলপ্রপাতের ঘ ঝর্ণার

১৪) নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?
ক জাপান খ ভারত
গ কানাডা ঘ রাশিয়া

১৫) নায়াগ্রা জলপ্রপাত পড়ছে–
ক পাহাড় থেকে খ সমতল ভূমি থেকে
গ কোন উঁচু স্থান থেকে ঘ পাহাড়ি ঢল থেকে

১৬) জলপ্রপাত দেখতে বাসে না যাবার কারণ কী?
ক বাসের ভাড়া বেশি
খ সেখান বাস যায় না
গ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না
ঘ বাসে সময় বেশি লাগে

১৭) পৃথিবীতে নায়াগ্রার তুলনায়–
(ক) বড় আরও কয়েকটি জলপ্রপাত আছে
(খ) ছোট কোনো জলপ্রপাত নেই
(গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই
(ঘ) বড় কোনো ঝর্ণা নেই

১৮) 'প্রবল স্রোতবিশিষ্ট' বোঝাতে কোন শব্দটি ব্যবহার করা যায়?
(ক) স্রোতহীন (খ) ঝর্ণার
(গ) খরস্রোতা (ঘ) পাহাড়ি

১৯) 'ফাটল' শব্দের অর্থ কী?
(ক) বিচিত্র (খ) ছিদ্র
(গ) প্রশস্ত (ঘ) চওড়া

২০) নায়াগ্রা একেবারেই আলাদা রকমের জলপ্রপাত কেন?
(ক) বড় জলপ্রপাত বলে
(খ) পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বলে
(গ) ঝর্ণার চেয়েও ছোট বলে
(ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে

২১) অনুচ্ছেদে মূলত বলা হয়েছে–
(ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে
(খ) নায়াগ্রার অবস্থান সম্পর্কে
(গ) জলপ্রপাতের সৌন্দর্য সম্পর্কে
(ঘ) ভ্রমণের আনন্দ সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) খ কানাডায়
২) ঘ টরন্টো
৩) ক গাড়িতে চড়ে
৪) ঘ রেললাইনের মতো সোজা
৫) গ এক বন্ধুর গাড়ি
৬) ঘ নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার গল্প
৭) ক ঝর্ণার পতনের
৮) ক জলপ্রপাত
৯) গ অবিশ্বাস্য ঘটনা
১০) ক নদীর সমান
১১) গ নায়াগ্রার আকার অনেক বড় বলে
১২) গ সমতল
১৩) গ জলপ্রপাতের
১৪) গ কানাডা
১৫) খ সমতল ভূমি থেকে
১৬) গ বাসে ইচ্ছেমতো থামা যায় না
১৭) (গ) বড় কোনো জলপ্রপাত নেই
১৮) (গ) খরস্রোতা
১৯) (খ) ছিদ্র
২০) (ঘ) সমতল থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে
২১) (ক) নায়াগ্রার বিশেষত্ব সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) নায়াগ্রা যাওয়ার কথা কীভাবে উঠল?
উত্তর : লেখক কানাডা থাকাকালীন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে সবাই মিলে নায়াগ্রা যাওয়ার কথা উঠল।

২) কানাডায় দ্রবত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয় কেন?
উত্তর : কানাডার রাস্তা মোটেই আঁকাবাঁকা নয়। বরং রেললাইনের মতো সোজা। তাই সে দেশে দ্রবত গতিতে গাড়ি চালানো সম্ভব হয়।

৩) পাহাড়ের সাথে জলপ্রপাতের সম্পর্ক কী?
উত্তর : পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়। তাই পাহাড় ছাড়া জলপ্রপাত হওয়া সম্ভব নয়।

৪) জলের ধর্ম কী?
উত্তর : জলের ধর্ম হচ্ছে গড়িয়ে যাওয়া।

৫) জলপ্রপাতের কথা কোথায় পড়েছ? জলপ্রপাত কী?

উত্তর : জলপ্রপাতের কথা আমি আমার বাংলা পাঠ্য বইয়ের 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' নামক একটি ভ্রমণকাহিনিতে পড়েছি।

জলপ্রপাত বলতে বোঝায় এমন জলধারাকে যেখানে পাহাড় বা উঁচু কোনো স্থান থেকে সমতল ভূমিতে জলের পতন ঘটে। জলপ্রপাতের এই বৈশিষ্ট্যটি ঝর্ণার অনুরূ প হলেও এর আকার ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড় হয়।

৬) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম কী?

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাতের নাম নায়াগ্রা।

৭) ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাত উভয়েরই সৃষ্টি পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে পানির পতনের মাধ্যমে। দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হলো জলপ্রপাতের আকার ঝর্ণার তুলনায় অনেক বড়।

৮) জলপ্রপাত সাধারণত কী থেকে নেমে আসে? নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিস্ময়কর বিষয়টি কী?

উত্তর : জলপ্রপাত সাধারণত পাহাড় থেকে নেমে আসে। নায়াগ্রার ৰেত্রে এই বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সমতলের একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশাল প্রপাত। নায়াগ্রার এ বিষয়টিই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

৯) নায়াগ্রা কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : নায়াগ্রা কানাডায় অবস্থিত।

১০) নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে লেখ?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত আর ঝর্ণার মধ্যে পার্থক্য হলো–

১. নায়াগ্রা আকারে ঝর্ণার চেয়ে অনেক বড়।

২. ঝর্ণার উৎপত্তি হয় পাহাড় থেকে কিন্তু নায়গ্রার উৎপত্তি সমতল ভূমি থেকেই।

১১) নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিশেষত্ব কী?

উত্তর : নায়াগ্রা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত। সাধারণত জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামে। কিন্তু বিস্ময়করভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। সমতলের ওপর দিয়ে বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর মাঝখানে হঠাৎ ফাটল। সেই ফাটলে পানি পতিত হয়েই জলপ্রপাতটি সৃষ্টি হয়েছে। আবার ঐ ফাটলের ভেতর পানি পড়ে কোথায় যাচ্ছে তাও কেউ জানে না। এখানেই নায়াগ্রার বিশেষত্ব।

১২) নায়াগ্রার জল কোথায় যায়?

উত্তর : নায়াগ্রার জলধারা সৃষ্টি হয়েছে খরস্রোতা এক নদী থেকে। নদীটি যে মাটির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার দুই দিকের মাটির মাঝে রয়েছে নদীর সমান চওড়া বিশাল এক ফাটল। নায়াগ্রার জল ঐ ফাটলের ভেতর চলে যায়।

১৩) 'বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র'– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে এখানে।

সাধারণত পাহাড় থেকে জলের পতনেই সৃষ্টি হয় জলপ্রপাতের। অথচ অবিশ্বাস্যভাবে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি। খরস্রোতা একটি নদীর জল নদীর সমান চওড়া একটি ফাটলের গহ্বরে পতিত হয়ে নায়াগ্রার উৎপত্তি। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বিস্ময়।

১৪) পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় কোনটিকে?

উত্তর : পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে।

১৫) নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বৈশিষ্ট্য হলো এটি কোনো পাহাড় থেকে নামেনি।

১৬) নায়াগ্রা জলপ্রপাত কোথা থেকে প্রবাহিত হয়?

উত্তর : নায়াগ্রা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর বয়ে চলা খরস্রোতা একটি নদীর পানির পতনের ফলে। নদীটি যেখানে প্রবাহিত হচ্ছে সেখানে একটি বিশাল ফাটল। পানি ঐ ফাটলের ভেতরে চলে যায়।

১৭) নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে কেন?

উত্তর : নায়াগ্রাকে ভিন্ন রকমের জলপ্রপাত বলা হয়েছে দুটি কারণে–

১. এটি পাহাড় থেকে পানির পতনের ফলে সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টি হয়েছে সমতলের ওপর প্রবাহিত একটি নদীর পানির পতনের মাধ্যমে।

২. নায়াগ্রার পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে প্রবেশ করে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।

উত্তর : ঝর্ণা ও জলপ্রপাতের আকারে অনেক তফাৎ থাকলেও উভয়ের সৃষ্টিই পাহাড়ের ওপর থেকে পানির পতনে। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত নায়াগ্রা সেদিক থেকে একেবারেই আলাদা। সমতল দিয়ে বয়ে চলা একটি খরস্রোতা নদীর পানি বিশাল ফাটলের গহ্বরে পড়ার মাধ্যমে এর সৃষ্টি। সেই পানি গহ্বরে প্রবেশের পর কোথায় যায় সেটিও আরেক রহস্য।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি ১৫০ ফুট ওপর থেকে পাহাড়ের শরীর বেয়ে আছড়ে পড়ছে বড় বড় পাথরের গায়ে। গুঁড়ি গুঁড়ি জলকণা আকাশের দিকে উড়ে গিয়ে তৈরি করছে কুয়াশার আভা। দৃশ্যটি মৌলভীবাজারের নয়নাভিরাম হামহাম জলপ্রপাতের। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে একে হাম্মাম বলে ডাকে। পাহাড়ি ত্রিপুরা আদিবাসীরা বলেন, এখানে পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানার আরবি নাম হাম্মাম। আবার জলের স্রোতধ্বনিকে ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় হাম্মাম বলে। তাই এ জলপ্রপাতটি হাম্মাম নামে পরিচিত। জলপ্রপাতের চারদিকের শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ সবাইকে মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানোর উপায়ই থাকে না। জঙ্গলে উলল্লুক, বানর, আর হাজার রকমের প্রজাতির পাখির ডাকাডাকি জলপ্রপাতের শব্দের সাথে মিলে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত এক রোমাঞ্চকর পরিবেশ। অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত দুর্গম এ জলপ্রপাতটি বহুদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও উদ্যোগের অভাবে এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই নাজুক। প্রচার-প্রচারণার অভাবও এর অন্যতম কারণ। এখনও খুব বেশি মানুষ এ জলপ্রপাতটি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেনি।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) **'টিপরা' কী?**
(ক) বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা
(খ) ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা
(গ) ত্রিপুরাদের ভাষায় জলপ্রপাতের নাম
(ঘ) গোসলখানার অন্য নাম

২) **'রোমাঞ্চকর' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত?**
(ক) ন+চ (খ) ঞ+চ
(গ) ন+ঞ+চ (ঘ) ঞ+জ

৩) **কোনটি করলে হামহাম জলপ্রপাত দেখতে আরও বেশি মানুষ আসবে?**
(ক) খাওয়ার পানির ব্যবস্থা করলে
(খ) ছবি তোলার অনুমতি দিলে
(গ) রাস্তাঘাট উন্নত করলে
(ঘ) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করলে

৪) **এক সময় হামহাম জলপ্রপাতে কারা গোসল করত বলে জনশ্রুতি রয়েছে?**
(ক) পরিরা (খ) রাজা–বাদশাহগণ
(গ) শ্রমিকেরা (ঘ) পর্যটকেরা

৫) **মৌলভীবাজার দেশের কোন বিভাগে অবস্থিত?**
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম
(গ) খুলনা (ঘ) সিলেট

উত্তর : ১) (খ) ত্রিপুরাদের নিজস্ব ভাষা; **২)** (খ) ঞ + চ; **৩)** (গ) রাস্তাঘাট উন্নত করলে; **৪)** (ক) পরিরা; **৫)** (ঘ) সিলেট।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
পৃষ্ঠপোষকতা	সহায়তা করা।
রোমাঞ্চকর	শিহরণ জাগায় এমন।
নয়নাভিরাম	সুন্দর, দেখতে ভালো লাগে এমন।
আভা	সৌন্দর্য, শোভা।
নাজুক	আঘাত সহ্য করতে পারে না এমন, সঙ্গীন।
উদ্যোগ	আয়োজন।

ক) সকালের আকাশে সূর্যের সোনালি ——— দেখে মন ভরে গেল।
খ) ট্রেনে চড়ার ——— অভিজ্ঞতার কথা ভোলার নয়।
গ) স্যারের ——— ছাড়া অনুষ্ঠানটি করা যেত না।
ঘ) বাড়িটির আশপাশের সবুজ প্রকৃতি খুবই ———।
ঙ) গ্রামের সেতুটি ——— অবস্থায় আছে।

উত্তর : ক) আভা; **খ)** রোমাঞ্চকর; **গ)** পৃষ্ঠপোষকতা; **ঘ)** নয়নাভিরাম; **ঙ)** নাজুক।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) হামহাম জলপ্রপাতের আশপাশের পরিবেশ কেমন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর: হামহাম জলপ্রপাতের পরিবেশ খুবই মনোমুগ্ধকর। আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে পাথরের গায়ে। পাহাড় আর পানির ঘর্ষণে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়ে তৈরি হয়েছে কুয়াশার আভা। নিকটবর্তী বনে রয়েছে বানর, উলল্লুকসহ হাজার ধরনের পাখপাখালি। জলপ্রপাতের শব্দের সাথে জঙ্গলের নানা প্রাণীর ডাক মিশে গোটা পরিবেশটা হয়েছে রোমাঞ্চকর।

খ) হামহাম জলপ্রপাতকে অনেকে 'হাম্মাম' জলপ্রপাত বলে কেন? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : 'হামহাম' জলপ্রপাতকে ঘিরে স্থানীয় ত্রিপুরা আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কাহিনি আছে। তা হলো, 'হামহাম' জলপ্রপাতের পানি পতনের স্থানে একসময় পরিরা গোসল করত। গোসলখানাকে আরবিতে বলে 'হাম্মাম'। আবার ত্রিপুরাদের টিপরা ভাষায় জলের স্রোতধ্বনিকেও হাম্মাম বলা হয়। তাই স্থানীয়দের অনেকে এ জলপ্রপাতটিকে 'হাম্মাম' নামেও অভিহিত করেন।

গ) এখনও খুব বেশি মানুষের হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য হয়নি কেন তা পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : এখনও অনেক মানুষ হামহাম জলপ্রপাত দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত। কারণ–
১) খুব কম মানুষই এটি সম্পর্কে জানে।
২) এটি অত্যন্ত দুর্গম এলাকায় অবস্থিত।
৩) যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক।
৪) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহের ঘাটতি রয়েছে।
৫) প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার অভাব রয়েছে।

ঘ) জলপ্রপাতটির উন্নয়নে কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : জলপ্রপাতটির উন্নয়নে যা করা উচিত–

১) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় পদৰেপ নিতে হবে।
২) চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৩) পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।
৪) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
৫) স্থানীয় জনগণের কাছে এর অর্থনৈতিক গুরবত্ব তুলে ধরতে হবে।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

প্র, ক্র, স্ম, ণ্ড, ন্ধ, চ্ছ।

উত্তর :

প্র = প + র–ফলা (্র) – প্রচুর
– সুন্দরবনে প্রচুর হরিণ আছে।
ক্র = ক + র–ফলা (্র) – শুক্রবার
– শুক্রবারে বিদ্যালয় ছুটি থাকে।
স্ম = স + ম–ফলা (্ম) – স্মৃতি
– গত বনভোজনের স্মৃতি এখনও মনে পড়ে।
ণ্ড = ণ + ড – দণ্ড
– অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া হয়।
ন্ধ = ন + ধ – সুগন্ধ
– বেলী ফুলের সুগন্ধে মন মাতে।
চ্ছ = চ + ছ – পুচ্ছ
– পাখিটি পুচ্ছ তুলে নাচছে।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

গ্র, ন্ত, শ্ব, স্র, হ্ব।

উত্তর :

গ্র = গ + র–ফলা (্র) – আগ্রহ
– খেলাধুলায় খুকীর বেশ আগ্রহ।
ন্ত = ম + ত – দন্ত
– দন্ত দেখানো ভালো নয়।
শ্ব = শ + ব–ফলা (ব) – আশ্বিন
– ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে শরৎকাল।
স্র = স + র–ফলা (্র) – স্রষ্টা
– আমরা স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করি।
হ্ব = হ + ব – আহ্বান
– শিৰকের আহ্বানে আমরা মাঠে গেলাম।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম চলো নায়াগ্রা চলো নায়াগ্রা আহ্ দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে

উত্তর : বন্ধুরই এক বিশাল গাড়িতে একদিন চড়ে বসলাম। চলো নায়াগ্রা, চলো নায়াগ্রা। আহ্, দেশে ফিরে গিয়ে কী গল্পটাই না করা যাবে!

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

কিন্তু বিশ্ব ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি

উত্তর : কিন্তু বিশ্ব–ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র। কত অসম্ভব ব্যাপারই যে ঘটে! পৃথিবীতে সবচেয়ে বৃহৎ জলপ্রপাত বলা হয় নায়াগ্রাকে। এই জলপ্রপাত পাহাড় থেকে নামেনি।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) উঁচুনিচু বা পাহাড়ি নয় এমন।
খ) ভালো ভাগ্য।
গ) সম্ভব নয় এমন।
ঘ) প্রবল স্রোতবিশিষ্ট।
ঙ) সবচেয়ে বৃহৎ।

উত্তর : ক) সমতল; **খ)** সৌভাগ্য; **গ)** অসম্ভব; **ঘ)** খরস্রোতা; **ঙ)** সর্ববৃহৎ।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

হইয়াছিল, উঠিল, যাইব, চড়িয়া, ঘটিতেছে, বহিতেছে।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ		চলিত রূ প
হইয়াছিল	–	হয়েছিল
উঠিল	–	উঠল
যাইব	–	যাব
চড়িয়া	–	চড়ে

ঘটিতেছে – ঘটছে
বহিতেছে – বইছে

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
ধীরে, পতন, সম্ভব, বৃহৎ, ভিন্ন।
উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
সম্ভব	–	অসম্ভব
ধীরে	–	দ্রুত
বৃহৎ	–	ক্ষুদ্র
পতন	–	উত্থান
ভিন্ন	–	অভিন্ন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
ইচ্ছা, বন্ধু, বিশ্ব, চোখ, জল।
উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
ইচ্ছা	–	আকাঙ্ক্ষা, বাসনা।
বন্ধু	–	মিত্র, মিতা।
বিশ্ব	–	পৃথিবী, ধরণী।
চোখ	–	নয়ন, আঁখি।
জল	–	পানি, নীর।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
সৌভাগ্য, আঁকাবাঁকা, বন্ধু, ইচ্ছা, চওড়া, সমতল।
উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
সৌভাগ্য	–	দুর্ভাগ্য	ইচ্ছা	–	অনিচ্ছা
আঁকাবাঁকা	–	সোজা	চওড়া	–	সরব
বন্ধু	–	শত্রব	সমতল	–	বন্ধুর

রৌদ্র লেখে জয়

শামসুর রাহমান

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) খাজনা নিতে কারা আসত?
ক বর্গিরা খ মুক্তিসেনারা
গ পাক হানাদাররা ঘ রাজাকাররা

২) হানাদারদের বিরবদ্ধে লড়েছিল কারা?
ক বর্গিরা খ ইংরেজরা
গ মুক্তিসেনারা ঘ আলবদররা

৩) কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে কী?
ক তমসা খ আলো
গ গভীর অন্ধকার ঘ কষ্ট

৪) কত সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?
ক ১৯৪৭ সালে খ ১৯৫২ সালে
গ ১৯৬৬ সালে ঘ ১৯৭১ সালে

৫) বাংলাদেশের আগের নাম কী ছিল?
ক পূর্ব পাকিস্তান খ পশ্চিম পাকিস্তান
গ উত্তর পাকিস্তান ঘ দবিণ পাকিস্তান

৬) 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতায় দেশের মাটিকে কার সাথে তুলনা করা হয়েছে?
ক মাতৃভাষার সাথে খ মায়ের সাথে
গ মুক্তিসেনার সাথে ঘ মুক্তিযুদ্ধের সাথে

৭) রৌদ্র কিসের কথা লেখে?
ক পরাজয়ের খ অন্ধকারের
গ জয়ের ঘ সন্ধ্যার

৮) 'বর্গি' শব্দের অর্থ কী?
(ক) পাক হানাদার (খ) মুক্তিযোদ্ধা
(গ) মারাঠা দস্যু (ঘ) ইংরেজ

৯) মুক্তিসেনা কারা?
(ক) যারা মানুষের অর্থ লুট করেছেন
(খ) যারা হানাদারদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করেছেন
(গ) যারা হানাদারদের সাহায্য করেছেন
(ঘ) যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন

১০) 'সন্ধ্যা' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?
(ক) সকাল (খ) দুপুর
(গ) বিকেল (ঘ) সাঁঝ

১১) পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা দূর হয়ে কী এসেছে?
(ক) জ্যোৎস্না রাত (খ) আলোকিত দিন
(গ) অন্ধকার ভোর (ঘ) জয়ের কালো সন্ধ্যা

১২) কবিতাংশে মূলত কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) বাংলাদেশের জাতিগত বৈচিত্র্যের কথা
(খ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা
(গ) হানাদারদের বীরত্বের কথা
(ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ক বর্গিরা
২) গ মুক্তিসেনারা
৩) খ আলো
৪) ঘ ১৯৭১ সালে
৫) ক পূর্ব পাকিস্তান
৬) খ মায়ের সাথে
৭) গ জয়ের
৮) (গ) মারাঠা দস্যু
৯) (খ) যারা হানাদারদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ করেছেন;
১০) (ঘ) সাঁঝ
১১) (খ) আলোকিত দিন
১২) (ঘ) স্বাধীনতার জন্য দেশের মানুষের সংগ্রামের কথা

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) পায়রা কোথায় পাখা মেলে?
উত্তর : পায়রা নীল আকাশে পাখা মেলে।

২) কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে কী?
উত্তর : কাল যেখানে মন্দ ছিল আজ সেখানে ভালো।

৩) 'কাল যেখানে পরাজয়ের
কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে

রৌদ্র লেখে জয়।'– কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : একসময় বাংলাদেশ ছিল পরাধীনতার শেকলে বন্দি। বিদেশি শত্রুরা নানাভাবে আমাদের ওপর শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশ।

৪) **স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম কী হয়?**

উত্তর : স্বাধীনতা লাভের পর এ দেশের নাম হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

৫) **'বর্গি এল খাজনা নিতে'– কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?**

উত্তর : 'বর্গি এল খাজনা নিতে' কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বর্গি অর্থাৎ মারাঠা দস্যুরা লুটতরাজ করে মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিতে আসত।

৬) **বর্গি কারা? তারা কী করেছিল?**

উত্তর : মারাঠা দস্যুরা 'বর্গি' হিসেবে পরিচিত। বহু পূর্বে বর্গিরা বাংলার মানুষদের নানাভাবে অত্যাচার করত। তারা অন্যায়ভাবে খাজনা আদায় করত। কখনো বা হানা দিয়ে মানুষ হত্যা করত ও ধনসম্পদ লুট করত।

৭) **হানাদারদের কথা মানুষ কেন ভুলবে না?**

উত্তর : হানাদাররা এদেশের মানুষের ওপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছিল। তারা আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। এদেশের অসংখ্য নারী–পুরুষ হানাদারদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছিল। তাই হানাদারদের কথা এদেশের মানুষ ভুলবে না।

৮) **মুক্তিযোদ্ধাদের কথা মানুষ কখনো ভুলবে না কেন?**

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। তাই তাঁদের কথা এ দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না।

৯) **মুক্তিসেনারা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল এবং কেন?**

উত্তর : মুক্তিসেনারা পাকিস্তানি হানাদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।

পাকিস্তানি সেনারা এদেশের মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। মানুষের ওপর তারা অনেক অত্যাচার চালিয়েছিল। দেশ থেকে তাদের তাড়াতেই মুক্তিসেনারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

১০) **'কাল যেখানে আঁধার ছিল আজ সেখানে আলো।'– কথাটি ব্যাখ্যা করি।**

উত্তর : পাকিস্তানিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভ করে একসময় এ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়– এ বিষয়টিই বলা হয়েছে কথাটির মাধ্যমে।বর্গিরা এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালায়। তারা যাওয়ার পর পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার শুরু হয়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। ফলে এদেশের বুক থেকে কালো ছায়া সরে গিয়ে আলোকিত দিনের সূচনা ঘটে।

১১) **বর্গিরা কী নিতে এলো?**

উত্তর : বর্গিরা খাজনা নিতে এলো।

১২) **বর্গিরা কীভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার করত?**

উত্তর : বর্গিরা নানাভাবে এদেশের মানুষের ওপর অত্যাচার চালাত। তারা এদেশের মানুষদের মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে, তাদের ধনসম্পদ লুট করে পালিয়ে যেত।

১৩) **মুক্তিসেনাদের কথা দেশের মানুষ ভুলবে না কেন?**

উত্তর : মুক্তিসেনারা হানাদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশকে শত্রুমুক্ত করেছেন। তাই তাঁদের কথা দেশের মানুষ কখনও ভুলবে না।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : বিভিন্ন সময়ে বাইরে থেকে শত্রুরা এসে এদেশের মানুষের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করেছে। একসময় এদেশবাসী তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণে লড়াই করেছেন। অবশেষে এদেশ থেকে পরাধীনতার অন্ধকার দূর হয়ে মুক্তির আলোকিত দিন এসেছে।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

বিজয় দিবস বাঙালি জাতির জীবনে এক গৌরবময় দিন। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ শেষে এই দিনে আমরা শত্রুমুক্ত স্বদেশ লাভ করি। প্রায় দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসন-শোষণের অবসান হয় ১৯৪৭ সালে। জন্ম হয় পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের। আজকের বাংলাদেশের নাম তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ব্রিটিশদের পর আমরা আবার পশ্চিম পাকিস্তানি স্বৈরাচারীদের হাতে নতুন করে পরাধীন হলাম। একই দেশের নাগরিক হয়েও সম-অধিকার পাওয়া তো দূরের কথা বরং আমরা শিকার হই নির্যাতন, নিষ্পেষণের। এমনকি আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার ওপরও আঘাত আসে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৫২ সালে আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকার লাভ করি। এরপর অনেক ঘাত–প্রতিঘাত ও আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে এসে পৌঁছাই ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ক্ষণে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার মরণপণ সংগ্রামে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে হানাদার বাহিনী নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) ব্রিটিশদের পর আমরা কাদের অত্যাচারের শিকার হয়েছি?
(ক) বাঙালি শাসকদের
(খ) পাকিস্তানি শাসকদের
(গ) ইংরেজ শাসকদের
(ঘ) ভারতীয় শাসকদের

২) বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভ করে কত সালে?
(ক) ১৯৪৭ সালে (খ) ১৯৫২ সালে
(গ) ১৯৫৭ সালে (ঘ) ১৯৭১ সালে

৩) বাংলাদেশের পূর্ব নাম কী?
(ক) পাকিস্তান (খ) পূর্ব পাকিস্তান
(গ) পশ্চিম পাকিস্তান (ঘ) পূর্ববাংলা

৪) অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
(খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
(গ) পাকিস্তানিদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের কথা
(ঘ) মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগের কথা

৫) 'বঙ্গবন্ধু' কার উপাধি?
(ক) এ কে ফজলুল হকের
(খ) শেখ মুজিবুর রহমানের
(গ) মওলানা ভাসানীর
(ঘ) তাজউদ্দীন আহমদের

উত্তর : ১) (খ) পাকিস্তানি শাসকদের; **২)** (খ) ১৯৫২ সালে; **৩)** (খ) পূর্ব পাকিস্তান; **৪)** (খ) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস; **৫)** (খ) শেখ মুজিবুর রহমানের।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
অবসান	সমাপ্তি।
আহ্বান	ডাক।
আত্মসমর্পণ	অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে নেওয়া।
নিঃশর্ত	কোনো রকম শর্ত ছাড়াই।
পরাধীন	অপরের অধীন।
স্বৈরাচারী	স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল।

ক) হানাদাররা মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ——— করল।
খ) ——— শাসকদের কারণে বাংলাদেশের অনেক ৰতি হয়েছে।
গ) সূর্য অস্ত গেলে দিনের ——— ঘটে।
ঘ) বাদল স্যার ছাত্রদের ——— ৰমা করে দিলেন।
ঙ) করিম মিয়ার ——— শুনে সবাই নৌকায় উঠল।

উত্তর : ক) আত্মসমর্পণ; **খ)** স্বৈরাচারী; **গ)** অবসান; **ঘ)** নিঃশর্ত; **ঙ)** আহ্বান।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) ১৯৪৭ সালে কী কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তর : ১৯৪৭ সালে যা যা ঘটেছিল–
১) প্রায় দুইশ বছরব্যাপী চলা ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে।
২) পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।
৩) সে রাষ্ট্রের একটি অংশ করা হয় আমাদের এই ভূখণ্ডটিকে।
৪) এই ভূখণ্ডের নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান।

খ) মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা কীভাবে পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের নির্যাতনের শিকার হই? চারটি বাক্যে লেখ।
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের আগে আমরা পাকিস্তানিদের বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, নির্যাতনের শিকার হই।
১) পাকিস্তান নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশ হলেও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরশাসকদের হাতে পরাধীন অবস্থাতেই থেকে যায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা।
২) তাদেরকে সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।
৩) নানাভাবে নিষ্পেষণের শিকার হয় তারা।
৪) এমনকি মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকারও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

গ) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জান পাঁচটি বাক্যে লেখ।
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যা জানি তা নিচে পাঁচটি বাক্যে লেখা হলো–
১) পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ–নির্যাতনের প্রতিবাদে মুক্তিযুদ্ধ শুরব হয়েছিল।
২) বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
৩) দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে শত্রবমুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।
৪) মুক্তিযুদ্ধ চলেছে নয় মাস ধরে।
৫) ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করি।

ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য গুরবত্বপূর্ণ কেন?
উত্তর : ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবপূর্ণ একটি দিন। কেননা এ দিনেই পাক হানাদার বাহিনীর কবল থেকে এ দেশ শত্রবমুক্ত হয়। অর্থাৎ এ দিনেই আমরা চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা লাভ করি।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের শব্দগুলো থেকে যুক্তবর্ণ আলাদা করে ভেঙে দেখাও এবং তা দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**
জ্ঞা, ন্দ, দ্র, ষ্ঠ, স্ত।

উত্তর :
জ্ঞা = ঙ + গ — হাজ্ঞামা
– হাজ্ঞামা দেখে স্যার ক্লাসে ঢুকলেন।
ন্দ = ন + দ — ছন্দ
– ছড়াটির ছন্দ খুব মজার।

দ্র = দ + র–ফলা (্র) – দ্রব্য
– দিন দিন পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়ছে।
ষ্ঠ = ষ + ঠ – ষষ্ঠ
– সেলিম ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।
স্ত = স + ত – ব্যস্ত
– বাবা আজ সারা দিন ব্যস্ত থাকবেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**
ক) মুক্তির জন্য যে সেনা লড়াই করে;
খ) শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট;
গ) মুক্তির জন্য যে যুদ্ধ;
ঘ) হানা দিয়ে আক্রমণ করে যারা;
ঙ) ভাগ্য খারাপ যার।
উত্তর : ক) মুক্তিসেনা; **খ)** শ্যামল; **গ)** মুক্তিযুদ্ধ; **ঘ)** হানাদার; **ঙ)** দুর্ভাগা।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**
করিয়াছিল, ভুলিবে, লইতে, হইয়াছে, মারিল।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ	চলিতরূ প
করিয়াছিল	করেছিল
ভুলিবে	ভুলবে
লইতে	নিতে
হইয়াছে	হয়েছে
মারিল	মারল

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
যুদ্ধ, বীর, ভাগ্যহীন, শহর, আজ।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
যুদ্ধ	–	শান্ত
বীর	–	ভীতু
ভাগ্যহীন	–	ভাগ্যবান
শহর	–	গ্রাম
আজ	–	কাল

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
যুদ্ধ, খাজনা, জয়, আঁধার, আলো, মা।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
যুদ্ধ	–	সংগ্রাম, লড়াই।
খাজনা	–	ট্যাক্স, কর।
জয়	–	বিজয়, জিত।
আঁধার	–	অন্ধকার, তমসা।
আলো	–	জ্যোতি, কিরণ।
মা	–	মাতা, জননী।

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**

তাদের কথা দেশের মানুষ
লড়ে মুক্তি-সেনা,
পায়রা মেলে পাখা,
হানাদারের সঙ্গে জোরে
আবার দেখি নীল আকাশে
কখনো ভুলবে না।

ক) কবিতার লাইনগুলো পর পর সাজিয়ে লেখ।
খ) কবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) এদেশে কারা খাজনা নিতে আসত?

উত্তর :

ক) কবিতার লাইনগুলো নিচে পর পর সাজিয়ে লেখা হলো–
হানাদারের সঙ্গে জোরে
লড়ে মুক্তি-সেনা,
তাদের কথা দেশের মানুষ
কখনো ভুলবে না।
আবার দেখি নীল আকাশে
পায়রা মেলে পাখা,

খ) কবিতাংশটি 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতার অংশ।
গ) কবিতাটির কবির নাম শামসুর রাহমান।
ঘ) বর্গি তথা মারাঠা দস্যুরা এদেশে খাজনা নিতে আসত।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) **মওলানা ভাসানী কাদের অতি আপনজন?**
- ক মেহনতি মানুষের
- খ বড়লোক মানুষদের
- গ অধিক বয়সী মানুষের
- ঘ প্রবাসী মানুষের

২) **মওলানা ভাসানীকে কোনটি বলা হয়?**
- ক অবিসংবাদিত জননেতা
- খ মজলুম জননেতা
- গ ধর্মীয় জননেতা
- ঘ ভাসানচরের জননেতা

৩) **মওলানা ভাসানী কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন?**
- ক কাগমারি
- খ ভাসানচর
- গ ধানগড়া
- ঘ সন্তোষ

৪) **মওলানা ভাসানীর জন্মসাল কোনটি?**
- ক ১৮৬০
- খ ১৮৭০
- গ ১৮৮০
- ঘ ১৮৯০

৫) **ইরাক থেকে আগত পীর ভাসানীকে দেওবন্দ পাঠান কেন?**
- ক শিৰা লাভের জন্য
- খ রাজনীতি চর্চার জন্য
- গ ধর্মীয় চর্চার জন্য
- ঘ আন্দোলন করার জন্য

৬) **কাগমারি প্রাইমারি স্কুলে শিৰকতা করার সময় কোন বিষয়টি মওলানা ভাসানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে?**
- ক নারীদের অধিকারহীনতা
- খ জমিদারের অন্যায়–অবিচার
- গ পাকিস্তানিদের অত্যাচার
- ঘ বাঙালির নিরৰরতা

৭) **জমিদারের কুনজরের কারণে মওলানা ভাসানীকে–**
- ক কর্মস্থল ছাড়তে হয়
- খ দেশ ছাড়তে হয়
- গ ভারতবর্ষ ছাড়তে হয়
- ঘ জন্মস্থান ছাড়তে হয়

৮) **কত বছর বয়সে মওলানা ভাসানী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন?**
- ক বিশ বছর
- খ একুশ বছর
- গ বাইশ বছর
- ঘ তেইশ বছর

৯) **কোন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে মওলানা ভাসানী সতেরো মাস কারারবদ্ধ ছিলেন?**
- ক ভাষা আন্দোলন
- খ জমিদারি উচ্ছেদ আন্দোলন
- গ ছয় দফা আন্দোলন
- ঘ অসহযোগ আন্দোলন

১০) **সিরাজগঞ্জের জনসভায় জমিদারদের নির্যাতনের প্রতিবাদ জানালে মওলানা ভাসানীর কী পরিণতি হয়?**
- ক জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
- খ চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন
- গ কারাভোগ করতে বাধ্য হন
- ঘ সহায়–সম্পত্তি হারাতে বাধ্য হন

১১) **ভাসানচর কোথায় অবস্থিত?**
- ক সিরাজগঞ্জে
- খ কলকাতায়
- গ টাঙ্গাইলে
- ঘ আসামে

১২) **মওলানা ভাসানী কত সালে পূর্ববাংলায় ফিরে আসেন?**
- ক ১৯৪২ সালে
- খ ১৯৪৭ সালে
- গ ১৯৫২ সালে
- ঘ ১৯৫৭ সালে

১৩) **কত সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে জয়ী হয়?**
- ক ১৯৪৭ সালের
- খ ১৯৫৪ সালের
- গ ১৯৬২ সালের
- ঘ ১৯৭০ সালের

১৪) **১৯৭০ সালের নভেম্বরে পল্টন ময়দানে দেওয়া ভাষণে ভাসানী কাদের বিষয়ে বাঙালিকে সতর্ক করেছিলেন?**
- ক জমিদারদের
- খ পাকিস্তানিদের
- গ ব্রিটিশদের
- ঘ শিল্পমালিকদের

১৫) **মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য মওলানা ভাসানী কোথায় যান?**
- ক ভারতে
- খ পাকিস্তানে
- গ আমেরিকায়
- ঘ ইংল্যান্ডে

১৬) **মওলানা ভাসানীর মৃত্যু হয় কোথায়?**
- ক ঢাকায়
- খ টাঙ্গাইলে
- গ আসামে
- ঘ কলকাতায়

১৭) **মওলানা ভাসানী সেসব কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন তার সবই ছিল–**
- ক ধর্মীয় চেতনামূলক
- খ জনকল্যাণকর

ⓖ দেশবিরোধী ⓘ শিবাসংক্রান্ত

১৮) মওলানা ভাসানী চিরকাল কেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন?
ⓚ নির্যাতিত ⓛ অবহেলিত
ⓖ সুখী ⓘ বড়লোক

১৯) মওলানা ভাসানী কোন পীর সাহেবের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন?
ⓚ ইরাকের ⓛ বাংলাদেশের
ⓖ ভারতের ⓘ পাকিস্তানের

২০) তাঁকে কাগমারি কেন ছাড়তে হয়?
ⓚ গ্রামের মানুষের কারণে
ⓛ জমিদারদের কারণে
ⓖ ব্যবসায়ীদের কারণে
ⓘ রাজনৈতিক কারণে

২১) মওলানা ভাসানী তাঁর এক ভাষণে কী বলেছেন–
ⓚ আমি খেটে–খাওয়া মানুষের কথা বলি
ⓛ আমি আরামপ্রিয় মানুষের কথা বলি
ⓖ আমি সুখী মানুষের কথা বলি
ⓘ আমি ভালো মানুষের কথা বলি

২২) মওলানা ভাসানী শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গঠন করেন–
ⓚ যুক্তফ্রন্ট ⓛ যুক্তদল
৩. যুবফোরাম ⓘ যুবফ্রন্ট

২৩) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর কী ছিলেন?
ⓚ সদস্য ⓛ প্রেসিডেন্ট
ⓖ সহকারী ⓘ কেউ নন

২৪) তিনি কোন নেতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রাজনীতিতে যুক্ত হন?
ⓚ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ⓛ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
ⓖ শেরে বাংলা ফজলুল হক
ⓘ শেখ মুজিবুর রহমান

২৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–
(ক) মওলানা ভাসানীর জন্মপরিচয় সম্পর্কে
(খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
(গ) মওলানা ভাসানীর সাধারণ জীবন যাপনের কথা
(ঘ) মওলানা ভাসানীর বিদ্যানুরাগের কথা

২৬) 'বিষ–নজর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) দুর্বল দৃষ্টিশক্তি (খ) বোভের শিকার
(গ) প্রখর দৃষ্টিশক্তি (ঘ) বিশেষ অনুরাগ

২৭) 'নিপীড়ন' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সহায়তা (খ) শাসন
(গ) পলায়ন (ঘ) অত্যাচার

২৮) 'টাঙ্গাইল' শব্দটির যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
(ক) ঙ + গ (খ) ড + গ
(গ) ঞ + গ (ঘ) ন + গ

২৯) ভাসানচরের জনসভায় মওলানা ভাসানী কাদের পবে কথা বলেন?
(ক) শিবকদের (খ) কৃষকদের
(গ) রাজনীতিবিদদের (ঘ) নারীদের

৩০) ১৯৭১ সালে কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শুরব হয়?
(ক) মওলানা ভাসানীর
(খ) এ. কে. ফজলুল হকের
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
(ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর

৩১) 'উপদেষ্টা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) নেতা (খ) পরামর্শদাতা
(গ) পরিচালক (ঘ) প্রতিষ্ঠাতা

৩২) মওলানা ভাসানীর টাঙ্গাইলের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সৈন্যরা পুড়িয়ে দেয় কেন?
(ক) ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার ছিলেন বলে
(খ) তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরব হয় বলে
(গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পবে ছিলেন বলে
(ঘ) তিনি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন বলে

৩৩) 'স্বাধীন' শব্দের অর্থ কী?
(ক) মুক্ত (খ) অন্যের অধীন
(গ) যুদ্ধে বিজয়ী (ঘ) নিঃসঙ্গ

৩৪) অনুচ্ছেদটি আমাদের কী ধারণা দেয়?
(ক) মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে
(খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে
(গ) মওলানা ভাসানীর শিবাজীবন সম্পর্কে
(ঘ) দেশ গঠনে মওলানা ভাসানীর অবদান সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ⓚ মেহনতি মানুষের
২) ⓛ মজলুম জননেতা
৩) ⓖ ধানগড়া
৪) ⓖ ১৮৮০
৫) ⓚ শিবা লাভের জন্য
৬) ⓛ জমিদারের অন্যায়–অবিচার
৭) ⓛ দেশ ছাড়তে হয়
৮) ⓖ বাইশ বছর

৯) ঘ অসহযোগ আন্দোলন
১০) ক জন্মভূমি ত্যাগে বাধ্য হন
১১) ঘ আসামে
১২) গ ১৯৪৭ সালে
১৩) গ ১৯৫৪ সালের
১৪) ঘ শিল্পমালিকদের
১৫) ক ভারতে
১৬) ক ঢাকায়
১৭) গ জনকল্যাণকর
১৮) ক নির্যাতিত
১৯) ক ইরাকের
২০) গ জমিদারদের কারণে
২১) ক আমি খেটে–খাওয়া মানুষের কথা বলি
২২) ক যুক্তফ্রন্ট
২৩) ক সদস্য
২৪) গ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
২৫) (খ) মওলানা ভাসানীর সংগ্রামী জীবনের কথা
২৬) (খ) ৰোভের শিকার
২৭) (ঘ) অত্যাচার
২৮) (ক) ঙ + গ
২৯) (খ) কৃষকদের
৩০) (গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
৩১) (খ) পরামর্শদাতা
৩২) (গ) তিনি মুক্তিযুদ্ধের পৰে ছিলেন বলে
৩৩) (ক) মুক্ত
৩৪) (খ) মুক্তিযুদ্ধের সময় মওলানা ভাসানীর ভূমিকা সম্পর্কে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১) **মওলানা ভাসানীর পিতা–মাতার নাম লেখ।**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর পিতার নাম হাজী শরাফত আলী খান। তাঁর মাতার নাম মোসাম্মৎ মজিরন বিবি।

২) **বাবা–মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী কার কাছে আশ্রয় পান?**
উত্তর : বাবা–মায়ের মৃত্যুর পর মওলানা ভাসানী তাঁর এক চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে আশ্রয় পান।

৩) **কোথায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন?**
উত্তর : ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় পড়াশোনা করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন।

৪) **কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি কী ছিল?**
উত্তর : কংগ্রেস নেতা চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি ছিল 'দেশবন্ধু'।

৫) **মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কী?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ।

৬) **১৯৫৪ সালে সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর ভূমিকা কী ছিল?**
উত্তর : ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। যুক্তফ্রন্ট এ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়।

৭) **ভাসানী ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন কেন?**
উত্তর : ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী কাগমারিতে এক আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে দেশ–বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ যোগ দেন। তাঁদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরাই ছিল মওলানা ভাসানীর উদ্দেশ্য।

৮) **পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা কোন কোন বিষয়ের নামে পূর্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করছিল?**
উত্তর : পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের শাসকরা ধর্ম ও জাতীয় সংহতির নামে পূর্ববাংলার মানুষকে শোষণ করছিল।

৯) **পাকিস্তানি সৈন্যরা মওলানা ভাসানীর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় কেন?**
উত্তর : মওলানা ভাসানী পাকিস্তানিদের শোষণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাদের ব্যাপারে পূর্ববাংলার মানুষদের সতর্ক করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরব হলে তিনি তাতে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে যান। এসব কারণেই পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১০) **মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন কেমন ছিল?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীর জীবনযাপন ছিল অত্যন্ত সাদামাটা ও সহজ–সরল। খুবই সাধারণ একটা বাড়িতে তিনি বাস করতেন। খেতেন সাধারণ মানুষের খাবার।

১১) **মওলানা ভাসানীকে কোথায় সমাহিত করা হয়?**
উত্তর : মওলানা ভাসানীকে সমাহিত করা হয় টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে অবস্থিত ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

১২) **শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানী কীভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন?**
উত্তর : শোষণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে মওলানা ভাসানীকে নানাভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছিল।
- জমিদারের জুলুম নির্যাতনের প্রতিবাদ করায় তাঁকে কর্মস্থল কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল। এমনকি একপর্যায়ে জন্মভূমি ত্যাগেও বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।
- অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। সতেরো মাস তিনি কারাভোগ করেন।

➧ ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়।

➧ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়।

১৩) মজলুম জননেতা কে ছিলেন? কেন তাকে মজলুম জননেতা বলা হয়?

উত্তর : মজলুম জননেতা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

মওলানা ভাসানী চিরকাল মজলুম অর্থাৎ নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন। তাদের সুখে–দুঃখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদের জন্য সংগ্রাম করেছেন। এজন্যই তাঁকে মজলুম জননেতা বলা হয়।

১৪) মওলানা ভাসানী কোথায় পড়াশোনা করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী প্রথমে চাচা ইব্রাহীম খানের কাছে থেকে মাদরাসায় পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে ইরাক থেকে আগত এক পীর তাঁকে ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় লেখাপড়ার জন্য পাঠান।

১৫) কেন তাকে কাগমারি ছাড়তে হয়েছিল?

উত্তর : কাগমারি থাকার সময় ভাসানী জমিদারের অত্যাচার, নির্যাতন দেখতে পান। এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও সংগ্রাম শুরু করেন। জমিদার তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হন। জমিদারের কারণেই তাঁকে কাগমারি ছাড়তে হয়।

১৬) কীভাবে তাঁর নাম মওলানা ভাসানী হলো?

উত্তর : ১৯২৪ সালে মওলানা ভাসানী এক বিশাল প্রতিবাদী সমাবেশের আয়োজন করেন আসামের ধুবড়ি জেলার ভাসানচরে। এ সভায় তিনি বাঙালি কৃষকদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এ সমাজেই সাধারণ কৃষকরা তাঁকে 'ভাসানচরের মওলানা' নাম দেয়। পরে তাঁর নাম দেওয়া হয় 'ভাসানী'। তখন থেকেই তাঁর পরিচয় হয় মওলানা ভাসানী।

১৭) পল্টন ময়দানের ভাষণে তিনি যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু কী?

উত্তর : পল্টন ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণে মওলানা ভাষণে যা বলেছিলেন তার বিষয়বস্তু হলো নির্যাতিত, নিপীড়িত, অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়।

১৮) শিক্ষার ক্ষেত্রে মওলানা ভাসানী কী অবদান রেখেছেন?

উত্তর : এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে মওলানা ভাসানীর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি সন্তোষে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মহীপুরে হাজী মোহাম্মদ মহসিন কলেজ, ঢাকায় আবুজর গিফারি কলেজ এবং টাঙ্গাইলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯) মওলানা ভাসানী কোথায় শিক্ষকতা শুরু করেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী টাঙ্গাইলের এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

২০) কোন সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়? এরপর তিনি কোথায় যান?

উত্তর : ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে একটি সভায় ভাষণের জন্য মওলানা ভাসানীকে স্বদেশ ছাড়তে হয়। এরপর তিনি আসামের জলেশ্বরে চলে যান।

২১) অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া যায়, মওলানা ভাসানীর এমন দুটি বৈশিষ্ট্য হলো–

১) তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রতিবাদী।

২) তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন।

২২) মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য কোথায় চলে যান?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান।

২৩) মওলানা ভাসানী কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারতে চলে যান। সেখানে প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন।

২৪) কোনো পদমর্যাদা ও মোহ মওলানা ভাসানীকে আকৃষ্ট করেনি কেন?

উত্তর : মওলানা ভাসানী ছিলেন একজন আদর্শবান মানুষ। তিনি সবসময় জনগণের পাশে থেকে তাদের সেবায় কাজ করতে চেয়েছেন। নির্লোভ মানসিকতার কারণে কোনো পদমর্যাদা ও মোহ তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মওলানা ভাসানী অত্যাচারিত, নির্যাতিত মানুষদের প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। এ জন্য তাঁকে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল। কারাগারেও যেতে হয়েছিল। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁকে দমাতে পারেনি। মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই তিনি মানুষের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী। একাধারে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীত স্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা হয়। ১৯১৩ সালে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে প্রথম সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বাল্যকালে তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ ছিল না। গৃহশিক্ষক রেখে বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সালে তিনি ইংল্যান্ডে যান আইনবিদ্যা পড়তে। সেখানে তিনি আইনবিদ্যা

পড়া শুরুও করেছিলেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চার আকর্ষণে পড়াশোনা সমাপ্ত করতে পারেন নি। ১৮৮০ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে। তবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা আয়তনে ব্যাপক। বলাকা, সোনার তরী, পুনশ্চ, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তাঁর ছোটগল্প ও গানসমূহ যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতানে সংকলিত হয়েছে। তাঁর যাবতীয় রচনাগুলো ৩২ খণ্ডে 'রবীন্দ্র রচনাবলি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২শে শ্রাবণ মৃত্যুবরণ করেন।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) বিশ্বকবির দেশপ্রেমের কথা
(খ) বিশ্বকবির স্বপ্নের কথা
(গ) বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের কথা
(ঘ) বিশ্বকবির কবিতার কথা

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী কবে পালন করা হয়?
(ক) ৭ই জানুয়ারি (খ) ৭ই এপ্রিল
(গ) ৭ই মে (ঘ) ৭ই আগস্ট

৩) ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথকে কোনটি দিয়ে সম্মানিত করে?
(ক) 'নোবেল' পুরস্কার দিয়ে
(খ) 'বিশ্বকবি' উপাধি দিয়ে
(গ) 'নাইট' উপাধি দিয়ে
(ঘ) 'সর্বশ্রেষ্ঠ' সাহিত্যিক উপাধি দিয়ে

৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর–
(ক) এশিয়ার একমাত্র নোবেল বিজয়ী
(খ) বিশ্বের প্রথম নোবেল বিজয়ী
(গ) সাহিত্যে প্রথম নোবেল বিজয়ী
(ঘ) প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী

৫) 'পুনশ্চ' শব্দের যুক্তবর্ণ দ্বারা গঠিত শব্দ কোনটি?
(ক) বঞ্চিত (খ) আশ্চর্য
(গ) শ্মশান (ঘ) বিশ্ব

উত্তর : ১) (খ) বিশ্বকবির জীবন ও কর্মের কথা; **২)** (গ) ৭ই মে; **৩)** (গ) নাইট উপাধি দিয়ে; **৪)** (ঘ) প্রথম এশীয় নোবেল বিজয়ী; **৫)** (খ) আশ্চর্য।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
একাধারে	একই সঙ্গে।
চিত্রকর	ছবি আঁকেন যিনি।
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস রচনা করেন যিনি।
অনুবাদ	এক ভাষার কথাকে অন্য ভাষায় বলা বা লেখা।
সংকলিত	সংগৃহীত, একত্রিত।
যাবতীয়	সমস্ত, সমগ্র।

ক) ——— আমাদেরকে তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন।
খ) বাবা একটি ইংরেজি কবিতা বাংলায় ——— করেছেন।
গ) সালাম স্যার আমাদের ——— বাংলা ও ভূগোল পড়ান।
ঘ) সঞ্চিতায় কাজী নজরুলের কাব্যসমূহ ——— হয়েছে।
ঙ) কবির সাহেব তাঁর ——— সম্পত্তি গরিব মানুষকে দান করে গেছেন।

উত্তর: ক) চিত্রকর; **খ)** অনুবাদ; **গ)** একাধারে; **ঘ)** সংকলিত; **ঙ)** যাবতীয়।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য :
১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী।
২) তাঁকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক মনে করা যায়।
৩) এশীয়দের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম নোবেল পুরস্কার পান।
৪) ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে।
৫) গল্পগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পসমূহ সংকলিত হয়েছে।

খ) 'তিনি ছিলেন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী'– কথাটি চারটি বাক্যে বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যের নানা শাখায় বিচরণ ছিল। তিনি একই সাথে ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, সংগীতস্রষ্টা, নাট্যকার, চিত্রকর, ছোটগল্পকার, প্রাবন্ধিক, অভিনেতা, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। একাধারে এত সব শাখায় প্রতিভার প্রমাণ রাখায় রবীন্দ্রনাথকে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী বলা হয়েছে। তাঁকে বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে ধরা হয়।

গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আইনবিদ্যা শিক্ষায় ব্যর্থতার বিষয়টি তিনটি বাক্যে লেখ। রবীন্দ্রনাথের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লেখ।
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭৮ সালে আইনবিদ্যা পড়তে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল সাহিত্যচর্চার দিকে। এ কারণে আইনবিদ্যায় ভর্তি হয়েও তিনি তা সমাপ্ত করেন নি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কাব্যগ্রন্থ হলো– বলাকা ও সোনার তরী।

ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি ও ত্যাগের ঘটনাটি লেখ।
উত্তর : ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'নাইট' উপাধি প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত

করে। কিন্তু ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে গঠিত ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ম্ম, দৃ, ত্ম, ক্ত, চ্চ।

উত্তর :

ম্ম = ম + ম — আম্মা
— আম্মা আমাকে খুব স্নেহ করেন।
দৃ = দ + ঋ–ফলা (ৃ) — দৃপ্ত
— সৈনিকেরা দৃপ্ত ভঙ্গিতে কুচকাওয়াজ করছে।
ত্ম = ত + ম–ফলা (্ম) — আত্মীয়
— লোকটি আমাদের আত্মীয় হন।
ক্ত = ক + ত — ভক্ত
— বকুল ক্রিকেট খেলার ভক্ত।
চ্চ = চ + চ — উচ্চতা
— দেয়ালটির উচ্চতা ছয় ফুট।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ দিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন কর।**

ঞ্জ, ন্দ, স্ব, শ্র, ণ্ড।

উত্তর :

ঞ্জ = ঞ + জ — গঞ্জনা
— ছেলেটিকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়।
ন্দ = ন + দ — ছন্দ
— খুকী কবিতাটি ছন্দে ছন্দে আবৃত্তি করছে।
স্ব = স + ব–ফলা (্ব) — স্বাভাবিক
— বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড গরম পড়াই স্বাভাবিক।
শ্র = শ + র–ফলা (্র) — শ্রাবণ
— শ্রাবণ মাসে খুব বৃষ্টিপাত হয়।
ণ্ড = ণ + ড — কাণ্ড

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেটি আবার লেখ।**

বাংলার কৃষক মজুর শ্রমিকের অতি আপনজন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী চিরকাল নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি

উত্তর : বাংলার কৃষক–মজুর–শ্রমিকের অতি আপনজন, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। চিরকাল নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

এ সম্মেলন কাগমারি সম্মেলন নামে খ্যাত এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন

উত্তর : এ সম্মেলন 'কাগমারি সম্মেলন' নামে খ্যাত। এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশ–বিদেশের বহু খ্যাতিমান মানুষ। এ সম্মেলনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেন।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **এককথায় প্রকাশ কর।**

ক) নির্যাতনের শিকার হয়েছে যে **খ)** উপদেশ দেন যিনি
গ) সম্পূর্ণরূ পে অন্যের বশ্যতা স্বীকার
ঘ) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত **ঙ)** আড়ম্বরবিহীন

উত্তর : ক) নির্যাতিত; **খ)** উপদেষ্টা; **গ)** আত্মসমর্পণ; **ঘ)** প্রাতিষ্ঠানিক; **ঙ)** অনাড়ম্বর।

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

পাঠাইয়া, ছাড়িতে, থাকিবার, চালাইতেছে, খাইতেন।

উত্তর : সাধু রূ প — চলিতরূ প
পাঠাইয়া — পাঠিয়ে
ছাড়িতে — ছাড়তে
থাকিবার — থাকার
চালাইতেছে — চালাচ্ছে
খাইতেন — খেতেন

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

আপন, আশ্রয়, সতর্ক, জনমুখী, নিরহংকার, অনাড়ম্বর, প্রিয়।

উত্তর : মূল শব্দ — বিপরীত শব্দ
আপন — পর
আশ্রয় — নিরাশ্রয়
সতর্ক — অসতর্ক
জনমুখী — জনবিরোধী
নিরহংকার — অহংকারী
অনাড়ম্বর — আড়ম্বর
প্রিয় — অপ্রিয়

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

স্নেহ, জুলুম, বাড়ি, সংগ্রাম, বিপুল।

উত্তর : মূল শব্দ — সমার্থক শব্দ

স্নেহ – আদর, মমতা।
জুলুম – নির্যাতন, নিপীড়ন।
বাড়ি – ঘর, আলয়।
সংগ্রাম – লড়াই, যুদ্ধ।
বিপুল – প্রচুর, অনেক বেশি।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

বই

হুমায়ুন আজাদ

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) কেমন বই পড়লে মন আলোকিত হবে?
ক যে বই ভালোবাসতে শেখায়
খ যে বই ভয় দেখায়
গ যে বই স্বার্থপরতা শেখায়
ঘ যে বই মন্দ হওয়ার পথ দেখায়

২) যে বইয়ের পাতায় গোলাপ ফোটে সে বই আমরা–
ক পড়ব না খ ধরব না
গ পড়ব ঘ এড়িয়ে চলব

৩) যে বই আমাদের অন্ধ করে সেগুলো পড়লে কী হবে?
ক সুন্দর ভাবনায় মন ভরে যাবে
খ কিছুই হবে না
গ অন্ধদের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে
ঘ স্বার্থপরতায় মন ভরে উঠবে

৪) ভালো মানুষ হওয়ার জন্য কেমন বই পড়তে হবে?
ক মন্দ বই খ ভালো বই
গ ভালো–মন্দ সব বই ঘ শুধু পাঠ্য বই

৫) মন্দ বইগুলো আমাদের কিসে বাধা দেয়?
ক ভীতু হতে খ সুন্দর মানুষ হতে
গ সংকীর্ণমনা হতে ঘ স্বার্থপর হতে

৬) মন্দ বইগুলো পড়লে আমাদের মন কিসে ভরে উঠবে?
ক অন্ধকারে খ আলোতে
গ মানবিক গুণে ঘ কৌতূহলে

৭) বইয়ের পাতায় কী জ্বলে?
ক আগুন খ জোনাকি
গ প্রদীপ ঘ তারা

৮) 'বন্ধ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অচল (খ) অন্ধকার
(গ) উত্তাপ (ঘ) অশান্তি

৯) আমাদের কোন ধরনের বই পড়া উচিত?
(ক) যে বই ভয় দেখায়
(খ) যে বইয়ে ভালো কথা লেখা
(গ) যে বইয়ে মন্দ কথা লেখা
(ঘ) যে বই মন্দ ছেলেরা পড়ে

১০) 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) শিখা (খ) আলো
(গ) বাতি (ঘ) হারিকেন

১১) যে বই আমাদের স্বার্থপর করে তোলে সে বই আমরা–
(ক) পড়ব (খ) পড়ব না
(গ) অন্যকে পড়তে বলব (ঘ) কিনব

১২) কবিতাংশের মূলকথা কী?
(ক) মন্দ বইগুলোও পড়া প্রয়োজন
(খ) বই মানুষকে ভয় দেখায়
(গ) ভালো মানুষ হতে হলে ভালো বই পড়তে হবে
(ঘ) পড়ার সময় মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ক যে বই ভালোবাসতে শেখায়
২) গ পড়ব
৩) ঘ স্বার্থপরতায় মন ভরে উঠবে
৪) খ ভালো বই
৫) খ সুন্দর মানুষ হতে
৬) ক অন্ধকারে
৭) গ প্রদীপ
৮) (ক) অচল
৯) (খ) যে বইয়ে ভালো কথা লেখা
১০) (গ) বাতি
১১) (খ) পড়ব না

১২) (গ) ভালো মানুষ হতে হলে ভালো বই পড়তে হবে

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) **'যে–বই জুড়ে সূর্য ওঠে**
পাতায় পাতায় গোলাপ ফোটে'– কথাটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?
উত্তর : কথাটি দিয়ে সুন্দর ও শুভ চিন্তায় ভরা বইয়ের কথা বলা হয়েছে। এ বইগুলো আমাদের মাঝে আলো ছড়ায়, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়।

২) **বই কীভাবে ভিন্ন আলো জ্বালে?**
উত্তর : ভালো বইগুলোতে সুন্দর ভাবনা–চিন্তার কথা লেখা থাকে। সেগুলো পড়ে আমরা আলোকিত মানুষ হয়ে উঠি। এভাবেই বই ভিন্ন আলো জ্বালে।

৩) **বই পড়ে আমরা কীভাবে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারি?**
উত্তর : বই পড়ে আমরা নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করি। ভালো বইগুলো আমাদের মন থেকে স্বার্থপরতা ও মন্দ চিন্তা দূর করতে সাহায্য করে এবং মনে শুভ ভাবনার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। এভাবেই আমরা বই পড়ে ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারি।

৪) **সুন্দর চিন্তা-ভাবনায় ভরা বই পড়লে আমাদের কী উপকার হবে?**
উত্তর : সুন্দর চিন্তা–ভাবনায় ভরা বই পড়লে আমরা মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠতে পারব।

৫) **সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠার পথে কোন ধরনের বই কীভাবে বাধা দেয়?**
উত্তর : কিছু কিছু বই আছে যেগুলো আমাদের মনকে স্বার্থপর করে তোলে। মনকে ঈর্ষা ও হিংসায় ভরিয়ে তোলে। সুন্দর মানুষ হয়ে ওঠার পথে এ ধরনের বই আমাদের বাধা দেয়।

৬) **'বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে**
বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।'– কথাটি ব্যাখ্যা করি।
উত্তর : বই আমাদের আলোকিত জীবনের স্বপ্ন দেখায়– এ বিষয়টিই বোঝানো হয়েছে আলোচ্য কথাটির মাধ্যমে। বই আমাদের সামনে সুন্দর চিন্তা ও কথা তুলে ধরে। বইয়ে এগুলো পড়ে আমরা নতুন নতুন জিনিস নিয়ে কল্পনা করি, নতুন নতুন স্বপ্ন দেখি। এভাবে বই থেকে জ্ঞানার্জন করে আমরা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠি।

৭) **কোন ধরনের বই পড়া উচিত? কেন?**
উত্তর : যে বইগুলো সুন্দর ও শুভ চিন্তা–ভাবনার কথা বলে সে বইগুলোই আমাদের পড়া উচিত।
ভালো বইগুলো আমাদের মনকে সুন্দর স্বপ্নে ভরিয়ে তোলে। মন থেকে স্বার্থপরতা ও অন্যান্য মন্দ চিন্তা দূর করে। তাই মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবার জন্য আমাদের এ ধরনের বই পড়া উচিত।

৮) **কোন ধরনের বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?**
উত্তর : যে বইগুলো মনকে ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করে তোলে সে বইগুলো পড়া উচিত নয়।
কিছু কিছু বই মনকে উদার করে তোলার পরিবর্তে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে তোলে। এ বইগুলো পড়লে মন আলোকিত হয় না। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে এই বইগুলো আমাদের বাধা দেয়। তাই এ ধরনের বই পড়া উচিত নয়।

৯) **'বই আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করে'– বুঝিয়ে বলি।**
উত্তর : বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞান–বিজ্ঞানের নানা বিষয় আমরা বই পড়ে জানতে পারি। এর ফলে আমরা নতুন করে ভাবতে শিখি। আরও নতুন নতুন জিনিস সম্পর্কে জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠি। এভাবেই বই আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

১০) **বইয়ের পাতা কী বলে?**
উত্তর : বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

১১) **বইয়ের পাতায় কী জ্বলে? আমরা কোন বই ধরব না?**
উত্তর : বইয়ের পাতায় প্রদীপ জ্বলে।
কিছু কিছু বই আছে যেগুলো পড়লে আমাদের মন সংকীর্ণ ও স্বার্থপর হয়ে যায়। এ বইগুলো আমরা ধরব না।

১২) **বইয়ের পাতায় কী ফোটে? বইয়ের পাতা কীভাবে স্বপ্ন বলে?**
উত্তর : বইয়ের পাতায় গোলাপ ফোটে।
বইয়ের পাতায় অনেক ধরনের চিন্তা-ভাবনার কথা লেখা থাকে। এগুলো পড়ে আমরা কল্পনা করতে শিখি। মন ভরে ওঠে নানা স্বপ্নে। এভাবেই বইয়ের পাতা স্বপ্ন বলে।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **কবিতাংশটির মূলভাব লেখ।**
উত্তর : বইয়ের পাতা অনেক নতুন চিন্তা-ভাবনার কথা বলে, আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তবে কিছু কিছু বইয়ে থাকে মন্দ ভাবনার কথা। এ বইগুলো পড়লে আমাদের মন সংকীর্ণ ও স্বার্থপরতায় পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এই বইগুলো আমরা পড়ব না। আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্য আমরা সুন্দর চিন্তা-ভাবনায় ভরা বইগুলো পড়ব।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

জ্ঞানার্জনের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে বই। ভালো বইয়ের মধ্যে এমন একটি গুণ থাকে, যা সহৃদয় পাঠকের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রামের সুমতি' আমার প্রিয় বই। পৃথিবীতে বহু বিখ্যাত বই থাকতে 'রামের সুমতি' আমার ভালো লাগার কারণ হলো 'রাম' চরিত্রটি। কমবয়সী রামের দুষ্টু বুদ্ধির নানা রকম চিত্র শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতির' মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। রামের মা–বাপ ছিল না। বৌদির স্নেহ ও শাসনের ছায়াতলে সে বেড়ে উঠেছিল। বৌদির অসুখের সময় নীলমণি ডাক্তার যখন আসতে চাইল না তখন রাম ডাক্তারের মুখে ঘুষি দিয়ে দাঁত ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয়। ডাক্তারের কলমের আমবাগান উপড়ে ফেলার হুমকি দিয়ে তাকে আসতে বাধ্য করে। গ্রামের কিপটে, অত্যাচারী ও ফাঁকিবাজ নীলমণি ডাক্তার রামকে যমের মতো ভয় করত। এ ঘটনা থেকে রামকে গোঁয়ার বা ডানপিটে মনে হলেও রাম গোঁয়ার বা ডানপিটে কোনোটিই নয়। সে নিপীড়িতের সেবা এবং অত্যাচারীকে শায়েস্তা করাকে কর্তব্য বলে মনে করেছে। এছাড়া নানা ধরনের মজার মজার কান্ড করেছে সে পুরোটা কাহিনি জুড়ে। রামকে ভালোবেসেছি কিন্তু রামের মতো সহজ বুদ্ধিতে কাজ করার শক্তি ও সাহস আমার নেই। এজন্যই রাম চরিত্রটির প্রতি আমার একটি গোপন আকর্ষণ আছে। তাই এ বইটি আমার কাছে এত প্রিয়। 'রামের সুমতি' পড়তে বসলে একবারে শেষ না করে ওঠা যায় না। যে বই পড়ে আনন্দ পাওয়া যায়, সেরকম বই-ই পড়া উচিত। রামের সুমতি পড়ে আমি অপরিসীম আনন্দ পেয়েছি।

❑ **সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।**

১) **সহৃদয় পাঠকের মনে কেমন বই বিশেষ ছাপ ফেলে?**
(ক) ভালো বই (খ) মন্দ বই
(গ) যেকোনো বই (ঘ) ক্লাসের বই

২) **'রামের সুমতি' বইয়ের কাকে অনুচ্ছেদের লেখকের খুব ভালো লেগেছে?**
(ক) নীলমণি ডাক্তারকে (খ) বৌদিকে
(গ) বইয়ের লেখককে (ঘ) বইয়ের মূল চরিত্রটিকে

৩) **অনুচ্ছেদে মূলত প্রকাশিত হয়েছে–**
(ক) প্রিয় বইয়ের কথা
(খ) অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদের কথা
(গ) শৈশবের আনন্দের কথা
(ঘ) গল্প লেখার আনন্দের কথা

৪) **'রামের সুমতি' বইয়ের শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন–**
(ক) কেন্দ্রীয় চরিত্র (খ) লেখক
(গ) অত্যাচারী ডাক্তার (ঘ) বাবা–মা হারা কিশোর

৫) **অনুচ্ছেদ পড়ে বলা যায় রামের সবচেয়ে আপন ছিল–**
(ক) বাবা (খ) মা
(গ) বৌদি (ঘ) নীলমণি ডাক্তার

উত্তর : ১) (ক) ভালো বই; **২)** (ঘ) বইয়ের মূল চরিত্রটিকে; **৩)** (ক) প্রিয় বইয়ের কথা; **৪)** (খ) লেখক; **৫)** (গ) বৌদি।

❑ **নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।**

শব্দ	অর্থ
উৎকৃষ্ট	উত্তম, উন্নত।
কথাশিল্পী	গল্প, উপন্যাস, কাহিনি ইত্যাদির লেখক।
সহৃদয়	আন্তরিকতাপূর্ণ, হৃদয়বান।
অপরিসীম	অসীম।
ডানপিটে	দুরন্ত, চঞ্চল।
গোঁয়ার	অত্যন্ত জেদি, একগুঁয়ে।

ক) বাদল খুব ——— প্রকৃতির বলে ওকে কেউ ভালোবাসে না।
খ) হুমায়ূন আহমেদ এ দেশের নামকরা ———।
গ) ——— লোকেরা শিশুটিকে সাহায্য করলেন।
ঘ) রাজশাহীর আম ——— মানের হয়।
ঙ) ——— ছেলেটি খুব লাফালাফি করছে।

উত্তর : ক) গোঁয়ার; **খ)** কথাশিল্পী; **গ)** সহৃদয়; **ঘ)** উৎকৃষ্ট; **ঙ)** ডানপিটে।

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

ক) 'রামের সুমতি' বইয়ের রাম চরিত্রটি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : নিচে পাঁচটি বাক্যে 'রামের সুমতি' বইয়ের রাম চরিত্র সম্পর্কে লেখা হলো–
১) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রামের সুমতি' বইয়ের মূল চরিত্র হলো রাম।
২) কম বয়সী রাম দুষ্টু বুদ্ধি দিয়ে নানা রকম মজার মজার কান্ড ঘটায়।
৩) রাম নিপীড়িতের সেবায় এগিয়ে যায়।
৪) অত্যাচারীকে উচিত শিক্ষা দিতে রাম ছাড়ে না।
৫) সব মিলিয়ে রাম চরিত্রটি খুবই আকর্ষণীয়।

খ) 'রামের সুমতি' বইটি অনুচ্ছেদের লেখকের কেন ভালো লেগেছে? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : অনুচ্ছেদের লেখক 'রামের সুমতি' বইয়ের রামের সহজ বুদ্ধির প্রতি প্রবল টান অনুভব করেছেন। পুরো বইটিতে রয়েছে রামের মজার সব কান্ডকারখানার বর্ণনা। বইটির কাহিনি এমনই আকর্ষণীয় যে পড়তে বসলে একবারে শেষ না করে উঠতে ইচ্ছে করে না। বইটি তাকে আনন্দ দিতে পেরেছিল। আর এসব কারণেই 'রামের সুমতি' বইটি অনুচ্ছেদের লেখকের প্রিয় বই।

গ) রাম কীভাবে নীলমণি ডাক্তারকে আসতে বাধ্য করেছিল? পাঁচটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : রামের স্নেহময়ী বৌদি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাম নীলমণি ডাক্তারকে ডেকে আনতে যায়। কিন্তু ফাঁকিবাজ ডাক্তার কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না। রাম ডাক্তারকে ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙে দেওয়ার কথা বলে। তার কলমের আমবাগান নষ্ট করার ভয় দেখায়। এভাবেই সাহসী রাম অত্যাচারী নীলমণি ডাক্তারকে আসতে বাধ্য করেছিল।

ঘ) নীলমণি ডাক্তার সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। রামের দুটি গুণের কথা লেখ।

উত্তর : নীলমণি ডাক্তার সম্পর্কে তিনটি বাক্য :

১) নীলমণি ডাক্তার ছিল অত্যাচারী।
২) সে ছিল অত্যন্ত কিপটে।
৩) সে রামকে যমের মতো ভয় পেত।

রামের দুটি গুণের কথা নিচে উলেরখ করা হলো :
১) রাম অসহায় মানুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসত।
২) রাম অত্যাচারীকে উচিত সাজা দিত।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**
স্ব, জ্ব, ৰ, ন্ত।
উত্তর :
স্ব = স + ব–ফলা (ব) – স্বাধীন
– বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ।
জ্ব = জ + ব–ফলা (ব) – জ্বর
– খোকার ভীষণ জ্বর।
ৰ = ক + ষ – ৰমা
– ৰমা একটি মহৎ গুণ।
ন্ত = ন + ত – গন্তব্য
– আমাদের গন্তব্য সিলেট।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**
প্র, ন্ধ, ম্প, ন্ন, ন্দ।
উত্তর :
প্র = প + র–ফলা (্র) – প্রকৃতি
– বাংলাদেশের প্রকৃতি বড়ই মনোরম।
ন্ধ = ন + ধ – সন্ধ্যা
– খোকা সন্ধ্যায় পড়তে বসে।
ম্প = ম + প – সম্পূর্ণ
– সম্পূর্ণ কাজটা খুকু একাই করল।
ন্ন = ন + ন – উন্নয়ন
– দেশের উন্নয়নে সবাইকে কাজ করতে হবে।
ন্দ = ন + দ – অন্দর
– বাড়ির ভেতরের অংশের নাম অন্দর।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**
জ্বলিতেছে, বলিয়া, পড়িবে, ধরিতেছে, ভরাইয়া।
উত্তর :

ক্রিয়াপদ		চলিত রূ প
জ্বলিতেছে	–	জ্বলছে
বলিয়া	–	বলে
পড়িবে	–	পড়বে
ধরিতেছে	–	ধরছে
ভরাইয়া	–	ভরিয়া

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
প্রদীপ – বাতি, দীপ, পিদিম, দীপবর্তিকা, আলোকাধার।
আলো – আলোক, প্রভা, আভা, দীপ্তি, জ্যোতি।
সূর্য – রবি, তপন, দিবাকর, ভানু, প্রভাকর।

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**
শুভ, আলো, অন্ধকার, ভিন্ন, সূর্য।
উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
শুভ	–	মঙ্গল, কল্যাণ।
আলো	–	জ্যোতি, আলোক।
অন্ধকার	–	তমসা, তিমির।
ভিন্ন	–	আলাদা, পৃথক।
সূর্য	–	অরবণ, ভানু।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**
জ্বলা, আলো, বন্ধ, শুভ, হিংসা।
উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
জ্বলা	–	নেভা
আলো	–	অন্ধকার
বন্ধ	–	খোলা
শুভ	–	অশুভ
হিংসা	–	অহিংসা

কবিতার চরণ সাজিয়ে লিখন এবং কবিতা, কবির নাম ও প্রশ্নোত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**
(ক) কবিতার চরণগুলো সাজিয়ে লেখ ঃ
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে–বই তুমি পড়বে।
যে–বই জ্বালে ভিন্ন আলো
সেগুলো কোনো বই–ই নয়
যে–বই তোমায় দেখায় ভয়
সে–বই তুমি পড়বে না।

(খ) কবিতার অংশগুলো কোন কবিতার অংশ তা লেখ।
(গ) কবিতাটির কবির নাম কী?
ঘ) কোন বই পড়া উচিত নয়? কেন পড়া উচিত নয়?

উত্তর ঃ

(ক) যে বই জ্বালে ভিন্ন আলো
তোমাকে শেখায় বাসতে ভালো
সে–বই তুমি পড়বে।
যে–বই তোমায় দেখায় ভয়
সেগুলো কোন বই–ই নয়
সে–বই তুমি পড়বে না।

(খ) কবিতার অংশটুকু 'বই' কবিতার অংশ।
(গ) কবিতাটির কবির নাম হুমায়ুন আজাদ।
(ঘ) **উত্তর :** যে বইগুলো মনকে ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করে তোলে সে বইগুলো পড়া উচিত নয়।
কিছু কিছু বই মনকে উদার করে তোলার পরিবর্তে সংকীর্ণ ও স্বার্থপর করে তোলে। এ বইগুলো পড়লে মন আলোকিত হয় না। ভালো মানুষ হয়ে ওঠার পথে এই বইগুলো আমাদের বাধা দেয়। তাই এ ধরনের বই পড়া উচিত নয়।

শ্রেণি : পঞ্চম বিষয় : বাংলা

অপেৰা

সেলিনা হোসেন

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

❑ **সঠিক উত্তরটি খাতায় লেখ।**

১) রবমা রববার কী হয়?
ক বান্ধবী খ খালাতো বোন
গ মা ঘ আপন বোন

২) রবমার জন্মদিনে কোন গাছটি ফুলে ভরে ছিল?
ক গোলাপ খ বেলী
গ শিউলি ঘ কৃষ্ণচূড়া

৩) রববার জন্মদিনে কিসের সুগন্ধে চারদিক ভরে গিয়েছিল?
ক শিউলি ফুলের
খ হাস্নাহেনা ফুলের
গ আমের বোলের
ঘ পাকা কাঁঠালের

৪) রববার বয়স কত?
ক আট বছর খ দশ বছর
গ বারো বছর ঘ চৌদ্দ বছর

৫) রববার জন্মদিনের গল্পটা কে বলেছিলেন?
ক রাহেলা বানু খ জসীম মিয়া
গ রববা নিজেই ঘ রবমা

৬) রবমা ও রববা বেণীর সাথে কী গেঁথে রাখে?
ক শিউলি ফুল
খ বুনোফুল
গ আমের মুকুল
ঘ গোলাপের পাপড়ি

৭) রবমা ও রববা কোথায় ফুলের পাপড়ি চাপা দিয়ে রাখে?
ক বালিশের নিচে
খ তোশকের নিচে
গ খাতার ভেতর
ঘ বইয়ের ভেতর

৮) জসীম মিয়া বাজার থেকে কী কিনে এনেছিলেন?
ক চাল-ডাল খ চিড়ে-মুড়ি
গ আম-কাঁঠাল ঘ তেল-নুন

৯) লোকজন কোথায় বসে রেডিও শুনছিলেন?
ক নদীর ধারে
খ আমগাছের নিচে
গ স্কুল মাঠে
ঘ বটগাছের নিচে

১০) বিবিসির খবর শুনে লোকজন উত্তেজিত হয়ে কী বলল?
ক এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম
খ আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
গ এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম
ঘ গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে

১১) রবমা ও রববা অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে গিয়ে কিসের কথা বলে?
ক যুদ্ধ করার কথা
খ মুক্তিযোদ্ধাদের আসার কথা

গ) বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কথা
ঘ) বাবার মৃত্যুর কথা

১২) বঙ্গবন্ধু কোন তারিখের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন?
ক) ২১শে ফেব্রুয়ারি খ) ৭ই মার্চ
গ) ১৭ই এপ্রিল ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

১৩) জসীম শহর থেকে আসা ছেলেদের কাছ থেকে কী শিখে নেন?
ক) লেখাপড়া খ) যুদ্ধের কৌশল
গ) প্রাথমিক চিকিৎসা ঘ) গাড়ি চালানো

১৪) জসীম কী গড়ে তুলছিলেন?
ক) হানাদার বাহিনী
খ) রাজাকার বাহিনী
গ) শান্তি বাহিনী
ঘ) মুক্তিবাহিনী

১৫) জসীম কখন বাজারে গিয়েছিলেন?
ক) সকালে খ) দুপুরে
গ) বিকেলে ঘ) সন্ধ্যায়

১৬) জসীমের শরীরে কোথায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?
ক) মাথায় খ) গলায়
গ) বুকে ঘ) পেটে

১৭) জসীমের গায়ে কয়টি বুলেট বিদ্ধ হয়েছিল?
ক) একটি খ) দুইটি
গ) পাঁচটি ঘ) অসংখ্য

১৮) জসীম কীভাবে শহিদ হয়েছিলেন?
ক) বুলেটবিদ্ধ হয়ে খ) নদীতে ডুবে
গ) রাজাকারদের নির্যাতনে ঘ) ছুরিকাহত হয়ে

১৯) রাহেলা কবে জসীমের মৃত্যুর কথা জানতে পারেন?
ক) যেদিন মারা যায়
খ) মৃত্যুর পরদিন
গ) মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর
ঘ) মৃত্যুর কয়েক মাস পর

২০) রবমা-রববাদের বাড়িতে আগুন লাগেনি কেন?
ক) মিলিটারিরা এত দূর আসেনি বলে
খ) বড় বটগাছ ছিল বলে
গ) বাতাস কম ছিল বলে
ঘ) বড় আমগাছ ছিল বলে

২১) রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন কেন?
ক) ঘর পুড়ে যাওয়ায়
খ) মিলিটারিদের ভয়ে
গ) স্বামী হারানোর বেদনায়
ঘ) গোলাগুলির শব্দ শুনে

২২) রাহেলাকে কারা সান্ত্বনা দিচ্ছিল?
ক) রবমা ও রববা খ) মুক্তিযোদ্ধারা
গ) গাঁয়ের মুরব্বিরা ঘ) গাঁয়ের মেয়েরা

২৩) যুদ্ধ বলতে রবমা কী বুঝল?
ক) মায়ের জ্ঞান হারানো
খ) বাবার মরে যাওয়া
গ) গাঁয়ে মিলিটারি আসা
ঘ) মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা

২৪) রাহেলা বানু ভাত রান্না করার জন্য চাল কীভাবে পেয়েছিলেন?
ক) জসীম কিনে রেখেছিলেন
খ) মুক্তিযোদ্ধারা দিয়ে গিয়েছিলেন
গ) পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
ঘ) বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন

২৫) মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে ওঠে কে?
ক) রবমা খ) রববা
গ) রাহেলা ঘ) জসীম

২৬) রাহেলা দরজা খুলে দিলে ঘরে কারা দ্রুত ঢুকে পড়ে?
ক) রবমা ও রববা খ) মুক্তিযোদ্ধারা
গ) মিলিটারিরা ঘ) রাজাকাররা

২৭) মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ঢুকে প্রথমে কী করে?
ক) দরজা বন্ধ করে খ) ভাত খেতে বসে
গ) ঘুমিয়ে নেয় ঘ) হাত মুখ ধোয়

২৮) জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের উপাধি কোনটি?
ক) বঙ্গবীর খ) বাংলার বাঘ
গ) বঙ্গবন্ধু ঘ) বাংলার নেতা

২৯) দুজন মুক্তিযোদ্ধা রাহেলা বানুর বাড়িতে কেন এসেছিলেন?
ক) ভাত খেতে খ) টাকা নিতে
গ) অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে ঘ) ঘুমোতে

৩০) মুক্তিযোদ্ধারা ভাত খেয়ে কী করবে?
ক) অস্ত্র আনতে যাবে
খ) ক্যাম্পে যাবে
গ) নিজেদের বাড়িতে যাবে
ঘ) যুদ্ধ করতে যাবে

৩১) রবমা কী ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিল?
ক) গ্রেনেড খ) বুলেট
গ) রাইফেল ঘ) পতাকা

৩২) এক সের = কত কিলোগ্রাম?
ক) ০.৮০ কিলোগ্রাম খ) ০.৯৩ কিলোগ্রাম
গ) ১.৫০ কিলোগ্রাম ঘ) ৯.৩০ কিলোগ্রাম

৩৩) ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে দুই বোন কোথায় রাখতো?
ক) বইয়ের মধ্যে খ) বালিশের নিচে
গ) কৌটার মধ্যে ঘ) খাতার মধ্যে

৩৪) আমগাছের নিচে বসে জসীম কিসের খবর শুনছিল?
ক) বাজারের খবর খ) যুদ্ধের খবর
গ) গণহত্যার খবর ঘ) বাড়ির খবর

৩৫) রববা রবমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বলে, যুদ্ধ মানে কী বুবু? রবমা দুই হাতে চোখ মুছে বলে–
ক) বাবার মরে যাওয়া
খ) মায়ের মরে যাওয়া
গ) ভাই বোনের মরে যাওয়া
ঘ) স্বামী মরে যাওয়া

৩৬) কখন শিউলি ফুল ফোটে?
ক) আশ্বিন মাসে খ) কার্তিক মাসে
গ) দিনের বেলা ঘ) মাঘ মাসে

৩৭) 'অধীর' শব্দের অর্থ কী?
(ক) অপেৰা (খ) অস্থির
(গ) ব্যস্ত (ঘ) রাগান্বিত

৩৮) মুক্তিযোদ্ধারা রাহেলা বানুকে কী বলে ডাকে?
(ক) খালা (খ) মামি
(গ) মা (ঘ) আপা

৩৯) রাহেলা বানু কলসিতে চাল জমিয়ে রাখে কেন?
(ক) বিপদের দিনের জন্য
(খ) স্বামীর জন্য
(গ) মেয়ে দুটোর জন্য
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য

৪০) 'জ্যোৎস্না' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সকালের রোদ (খ) চাঁদের আলো
(গ) সূর্য (ঘ) চন্দ্র

৪১) অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হয়েছে–
(ক) মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা
(খ) মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
(ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের কৌশল

৪২) রবমা–রববা কার জন্য কাঁদে?
(ক) মায়ের জন্য (খ) বাবার জন্য
(গ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য (ঘ) বঙ্গবন্ধুর জন্য

৪৩) 'সংগ্রাম' শব্দের অর্থ কী?
(ক) প্রতিবাদ (খ) যুদ্ধ
(গ) স্বাধীনতা (ঘ) হত্যা

৪৪) অনুচ্ছেদে কার শহিদ হওয়ার ঘটনা রয়েছে?
(ক) রাহেলার (খ) রাহেলার একটি ছেলে
(গ) রবমার (ঘ) জসীমের

৪৫) 'গাঁ' শব্দের অর্থ কী?
(ক) গ্রাম (খ) শরীর
(গ) শহর (ঘ) দেশ

৪৬) বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কিসের কথা বলেন?
(ক) লেখাপড়ার শেখার
(খ) কৃষি কাজ করার
(গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের
(ঘ) নির্বাচন করার

পাঠ্যবই থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১) ঘ আপন বোন
২) গ শিউলি
৩) গ আমের বোলের
৪) গ বারো বছর
৫) খ জসীম মিয়া
৬) খ বুনোফুল
৭) গ খাতার ভেতর
৮) ক চাল-ডাল
৯) খ আমগাছের নিচে
১০) খ আমাদের যুদ্ধ করতে হবে
১১) ক যুদ্ধ করার কথা
১২) খ ৭ই মার্চ
১৩) খ যুদ্ধের কৌশল
১৪) ঘ মুক্তিবাহিনী
১৫) গ বিকেলে
১৬) গ বুকে
১৭) ক একটি
১৮) ক বুলেটবিদ্ধ হয়ে
১৯) খ মৃত্যুর পরদিন
২০) ঘ বড় আমগাছ ছিল বলে
২১) খ মিলিটারিদের ভয়ে
২২) ঘ গাঁয়ের মেয়েরা
২৩) খ বাবার মরে যাওয়া
২৪) গ পাশের বাড়ি থেকে এনেছিলেন
২৫) ক রবমা
২৬) খ মুক্তিযোদ্ধারা
২৭) ক দরজা বন্ধ করে
২৮) গ বঙ্গবন্ধু
২৯) ক ভাত খেতে
৩০) খ ক্যাম্পে যাবে
৩১) গ রাইফেল
৩২) খ ০.৯৩ কিলোগ্রাম
৩৩) ঘ খাতার মধ্যে
৩৪) গ গণহত্যার খবর
৩৫) ক বাবার মরে যাওয়া
৩৬) ক আশ্বিন মাসে
৩৭) (খ) অস্থির
৩৮) (গ) মা
৩৯) (ঘ) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য
৪০) (খ) চাঁদের আলো
৪১) (গ) মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
৪২) (খ) বাবার জন্য
৪৩) (খ) যুদ্ধ
৪৪) (ঘ) জসীমের
৪৫) (ক) গ্রাম
৪৬) (গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের

পাঠ্যবই থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখন

❑ **নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।**

১) রবমা ও রববার মধ্যে কেমন টান?

উত্তর : রবমা ও রববা দুই বোনের মধ্যে ভীষণ টান। তারা একসঙ্গে খেলা করে। ঝগড়া করে খুবই কম।

২) রবমার বয়স কত?

উত্তর : রবমার বয়স বারো বছর।

৩) রবমা ও রববা বাবা–মার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে কী বলে?

উত্তর : রবমা ও রববা বাবার কপালে ফুলের পাপড়ি ছুঁইয়ে বলে, বাবা তোমার হাজার বছর আয়ু হোক। আর মার কপালে লাগিয়ে বলে, মা তোমার ভাতের হাঁড়ি ভরা থাকুক।

৪) জসীম মিয়া মেয়েদের ঢাকা পাঠাতে চান কেন?

উত্তর : জসীম মিয়া মেয়েদের লেখাপড়া করানোর জন্য ঢাকা পাঠাতে চান।

৫) পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে কী করে?

উত্তর : পাক মিলিটারিরা গ্রামে এসে বাজারের দোকান আর ঘরবাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গুলি ছুড়ে মানুষ মারতে মারতে তারা সামনে এগোতে থাকে।

৬) রবমা–রববাদের বাড়ি আগুনের হাত থেকে বেঁচে যায় কেন?

উত্তর : রবমা-রববাদের বাড়িতে ছিল বড় একটি আমগাছ। আমগাছটা ঘরের চাল আড়াল করে রেখেছিল বলে আগুন বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি।

৭) জসীমের লাশ দেখে রাহেলা, রবমা ও রববার কী অবস্থা হয়?

উত্তর : জসীমের লাশ দেখে রাহেলা বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিল। রবমা আর রববা বাবার লাশ দেখে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যায়।

৮) রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য কী কী জমিয়ে রাখে?

উত্তর : রাহেলা বানু ও তার মেয়েরা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য সামান্য কিছু চাল, শুকনো লাকড়ি ইত্যাদি জমিয়ে রাখে।

৯) ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের কী বলেছিলেন?

উত্তর : ট্রেনিংয়ের সময় জসীম মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছিলেন– যদি দরকার পড়ে তাহলে মুক্তিযোদ্ধারা যেন রাহেলা বানুর কাছে সাহায্য চাইতে আসে।

১০) রবমা ও রববা কী কোলে নিয়ে বসে থাকে?

উত্তর : রবমা ও রববা মুক্তিযোদ্ধা দুজনের রাইফেল দুটি কোলে নিয়ে বসে থাকে।

১১) রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে কী খেতে দেন?

উত্তর : রাহেলা মুক্তিযোদ্ধা দুজনকে গরম ভাত ও ডিম আলুর তরকারি খেতে দেন।

১২) মুক্তিযোদ্ধারা গপগপিয়ে খায় কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বেশি সময় ছিল না। নদীর ধারে তাদের জন্য অন্য মুক্তিযোদ্ধারা অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁরা গপগপ করে দ্রুত খেয়ে যায়।

১২) মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় কী করে?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধা দুজন চলে যাওয়ার সময় রাহেলা বানুকে সালাম করে আর রবমা–রববার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

১৩) মুক্তিযোদ্ধারা রবমা–রববাদের বাড়িতে এসে কী করত?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা রবমা–রববাদের বাড়িতে এসে ভাত খেত। কখনও কখনও একটু বিশ্রাম নিত।

১৪) 'বিবিসি' কী?

উত্তর : বিবিসি হলো যুক্তরাজ্যের একটি বেতার কেন্দ্রের নাম। এর পূর্ণরূ প হচ্ছে– ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন।

১৫) গভীর রাতে রবমা–রববাদের বাড়িতে কারা আসতেন? তাঁরা কাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন?

উত্তর : গভীর রাতে রবমা ও রববাদের বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন। মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন।

১৬) লোকজন গোল হয়ে বসে কী করছিলেন? তাঁরা কী শুনতে পান?

উত্তর : লোকজন গোল হয়ে বসে রেডিওতে বিবিসির খবর শুনছিলেন। তাঁরা শুনতে পেলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরব করেছে।

১৭) রবমার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রবমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির উঠোনের শিউলিগাছটা ফুলে ফুলে ভরে ছিল। এত ফুল একসাথে ওদের বাড়িতে কখনো ফোটেনি। ফুলের সুগন্ধে চারদিক মেতে উঠেছিল।

১৮) রববার জন্মদিনের গল্পটি কী?

উত্তর : রববার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাড়ির বাইরের আমগাছটা বোলে ভরে উঠেছিল। এত বোল এ গাছে আগে কখনো দেখা যায়নি। আমের বোলের সুবাসে চারদিক ভরে ওঠেছিল।

১৯) প্রতিদিন দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রেখে কী লাভ হয়েছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু দুমুঠো চাল কলসিতে জমিয়ে রাখতেন। কোনো মুক্তিযোদ্ধা যদি রাতে হঠাৎ চলে আসেন তখন তাঁকে যেন ভাত রান্না করে খাওয়াতে পারেন সেজন্যই তিনি এ কাজটি করতেন।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই তাঁর বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যেতেন। দুই মুঠো চাল উঠিয়ে রাখায় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে পেরেছিলেন।

২০) গভীর রাত পর্যন্ত দুই বোন কেন জেগে থাকত?

উত্তর : রবমা ও রববা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অপেৰা করত।

মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য রবমা, রববাদের বাড়িতে আসত। গভীর রাতে এসে তারা ভাত খেত, নয়তো একটুখানি জিরিয়ে নিত। রবমা ও রববা সবসময় অপেৰায় থাকত কখন মুক্তিযোদ্ধারা আসবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ডাক শোনার প্রতীৰায় তাদের চোখে ঘুম আসত না। তাই তারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকত।

২১) মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে জসীম মিয়ার পরিবারের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : জসীম মিয়া ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারান। সহযোদ্ধাদের জসীম মিয়া বলে গিয়েছিলেন কোনো সাহায্য লাগলে তাঁর স্ত্রীর কাছে আসতে। মুক্তিযোদ্ধারা তাই জসীমের স্ত্রীর কাছে সাহায্য চায়। জসীমের স্ত্রী রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়ে রবমা ও রববা তাদের নানাভাবে সহযোগিতা করে।

২২) "আমার মেয়েগুলোর অনেক বুদ্ধি। অনেক বড় হ মা"–"অনেক বুদ্ধি" এবং "বড় হ" বলতে তুমি কী বোঝ?

উত্তর : কথাগুলো জসীম মিয়া তাঁর দুই মেয়ে রবমা ও রববা সম্পর্কে বলেছে। রবমা ও রববা খুব বুদ্ধিমতি। আশেপাশের সবকিছু তারা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে ও বুঝতে চেষ্টা করে। এ কারণেই জসীম মিয়া বলেছেন যে তাঁর মেয়েদের মাথায় অনেক বুদ্ধি। জসীম মিয়া আশা করেন তার মেয়েরা মানুষের মতো মানুষ হবে। "বড় হ" বলে তিনি তাদের আশীর্বাদ করেন।

২৩) একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য কী কী যোগ্যতা ও দৰতা থাকা দরকার?

উত্তর : একজন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধ করার জন্য বেশ কিছু যোগ্যতা ও দৰতা থাকা প্রয়োজন। যেমন–

১. দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি গভীর টান
২. অস্ত্র চালনার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান
৩. কঠিন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ৰমতা
৪. শারীরিক শক্তি
৫. দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার মানসিকতা
৬. প্রখর বুদ্ধিমত্তা

২৪) দুই বোন কোথা থেকে কুঁচো চিংড়ি ধরে আনে?

উত্তর : দুই বোন ধানখেতের আলের পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া পানি থেকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে।

২৫) রাহেলা বানু কে? মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে তার বাড়িতে এলো সে রাতটি কেমন ছিল?

উত্তর : রাহেলা বানু জসীমের স্ত্রী; রবমা ও রববার মা।

মুক্তিযোদ্ধারা যে রাতে রাহেলা বানুর বাড়িতে এলো সে রাতটি ছিল বৃষ্টিহীন। আকাশে ছিল ভরা জ্যোৎস্নার আলো।

২৬) দুই বোন অধীর অপেৰায় থাকে কেন?

উত্তর : মুক্তিযোদ্ধারা যেকোনো সময় সাহায্যের আশায় বাড়িতে আসতে পারে। তাই দুই বোন মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেৰা করে থাকে।

২৭) লোকজন বিবিসির খবরে কী শুনতে পেল?

উত্তর : লোকজন বিবিসির খবরে শুনতে পেল– ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে গণহত্যা শুরব করেছে।

২৮) বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে কী বলেছিলেন?

উত্তর : বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতাযুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৯) জসীম কে? কারা, কীভাবে তাকে হত্যা করে?

উত্তর : 'অপেৰা' গল্পে জসীম হলেন রবমা ও রববার বাবা।

জসীমদের গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি এসেছিল। তারা বাজারের দোকান আর ঘর–বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে আসছিল। একটি বুলেট এসে জসীমের বুকে লাগলে তিনি শহিদ হন। এভাবেই পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে প্রাণ হারান জসীম।

পাঠ্যবই থেকে মূলভাব লিখন

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। রাহেলা বানু ও তাঁর দুই মেয়েও তাঁদের সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত থাকত। মুক্তিযোদ্ধারা এলে তাঁদের খাওয়াদাওয়া করাতে তারা বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখে। একদিন মুক্তিযোদ্ধারা গভীর রাতে আসে তাদের বাড়িতে।

❑ **অনুচ্ছেদটির মূলভাব লেখ।**

উত্তর : মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এদেশের মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জসীম যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু গ্রামে মিলিটারিরা এলে শহিদ হয় সে। জসীমের অপেৰা করে থাকে তার পরিবার।

পাঠ্যবই বহির্ভূত যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদারেরা রাতের অন্ধকারে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালাতে থাকে। এ কাজে তাদের সহায়তা করে আলবদর, আল-শামস ও রাজাকারের দল। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-পুলিশ-আনসার সবাই মিলে শত্রবর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মোট এগারোটি সেক্টরে ভাগ হয়ে সারা দেশে ব্যাপক যুদ্ধ হয়। ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী একসঙ্গে আক্রমণ শুরব করে। নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে ১৪ই ডিসেম্বর তারা এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। ত্রিশ লৰ জীবনের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি প্রাণের স্বাধীনতা।

❑ সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখ।

১) আলবদর, আল-শামস, রাজাকারদের কোনটি বলা যায়?
(ক) দেশপ্রেমিক (খ) মুক্তিযোদ্ধা
(গ) বুদ্ধিজীবী (ঘ) বিশ্বাসঘাতক

২) কোন দিনটিতে আমরা উলরাস করতে পারি?
(ক) ২১এ ফেব্রবয়ারি (খ) ২এ মার্চ
(গ) ১৪ই ডিসেম্বর (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর

৩) অনুচ্ছেদে কী প্রকাশিত হয়েছে?
(ক) ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
(খ) মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা
(গ) স্বাধীনতা লাভের আনন্দ
(ঘ) বীরশ্রেষ্ঠদের বীরগাথা

৪) পাক হানাদাররা ১৪ই ডিসেম্বর হত্যা করেছিল–
(ক) অসংখ্য বুদ্ধিজীবী
(খ) অসংখ্য আইনজীবী
(গ) অসংখ্য সাংবাদিক
(ঘ) অসংখ্য স্থানীয় নেতা

৫) মুক্তিযুদ্ধে এদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?
(ক) ৯টি (খ) ১০টি
(গ) ১১টি (ঘ) ১২টি

উত্তর : ১) (ঘ) বিশ্বাসঘাতক; **২)** (ঘ) ১৬ই ডিসেম্বর; **৩)** (খ) মুক্তিযুদ্ধের বর্ণনা; **৪)** (ক) অসংখ্য বুদ্ধিজীবী; **৫)** (গ) ১১টি।

❑ নিচে কয়েকটি শব্দ ও শব্দার্থ দেওয়া হলো। উপযুক্ত শব্দটি দিয়ে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর।

শব্দ	অর্থ
নির্বিচারে	কোনো রকম বাছ-বিচার ছাড়া।
ব্যাপক	বহুদূর বিস্তৃত।
আত্মসমর্পণ	অস্ত্র ত্যাগ করে বিপৰের অধীনতা স্বীকার করা।
হানাদার	আক্রমণকারী।
নিশ্চিত	নিঃসন্দেহ।
ময়দান	মাঠ, প্রান্তর।

ক) ছেলেমেয়েরা খেলার ——— ঘিরে জড়ো হয়েছে।
খ) ——— বন্যায় মাঠঘাট সব তলিয়ে গেছে।
গ) মুক্তিযোদ্ধারা মৃত্যুর মুখেও ——— করলেন না।
ঘ) ——— বৃৰ নিধনের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হচ্ছে।
ঙ) আমার বেড়াতে যাওয়া ——— নয়।

উত্তর : ক) ময়দান; **খ)** ব্যাপক; **গ)** আত্মসমর্পণ; **ঘ)** নির্বিচারে; **ঙ)** নিশ্চিত।

❑ নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক) পঁচিশে মার্চ রাতে কী ঘটেছিল? চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাক হানাদাররা ঘুমন্ত, নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সে ধ্বংসযজ্ঞে সাহায্য করেছিল এদেশেরই কিছু ঘৃণ্য, লোভী মানুষ। এরা আলবদর, আল-শামস ও রাজাকার নামে পরিচিত। এদের সহায়তায় পাকবাহিনী নির্বিচারে নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা চালায়।

খ) পাকবাহিনী কবে আত্মসমর্পণ করে? মিত্রবাহিনী আসার ফলে উভয় পৰে কী হলো তা তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : পাকবাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে।

মিত্রবাহিনী আসার ফলে–

১) মুক্তিযুদ্ধের একপর্যায়ে ৪ঠা ডিসেম্বর মিত্রবাহিনী আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিল।
২) মুক্তিবাহিনীর সাহস ও শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।
৩) তাঁদের সম্মিলিত আক্রমণের ফলেই পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হলো এবং হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

গ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো :

১) ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চ থেকে পাকবাহিনী এদেশে গণহত্যার সূচনা করে।
২) সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।
৩) মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করা যায়।
৪) ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে মিত্রবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে।
৫) ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে।

ঘ) মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণের ফলে শত্রবদের মধ্যে দেখা দেওয়া প্রভাব পাঁচটি বাক্যে তুলে ধর।

উত্তর : যৌথ আক্রমণের প্রভাব–

১) ৪ঠা ডিসেম্বর থেকে যৌথ আক্রমণের ফলে পাকিস্তানি হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।
২) তারা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পরাজয় নিশ্চিত।
৩) পরাজয়ের পূর্বাভাস পেয়ে তারা ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।
৪) এদেশের গভীরভাবে ৰতি সাধনের জন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল।
৫) ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যুক্তবর্ণ বিভাজন ও বাক্যে প্রয়োগ

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

জ্ঞা, লর, ক্ত, ত্ত, ন্ন, বৃ।

উত্তর :

জ্ঞা = ঙ + গ — অজ্ঞা
– মা শিশুটির সারা অঙ্গে তেল লাগালেন।

লর = ল + ল — উলেরখ
– কাগজে স্যারের নাম উলেরখ করা আছে।

ক্ত = ক + ত — শক্ত
– রশিটি শক্ত করে বাঁধা।

ত্ত = ত + ত — উত্তর
– বাড়ির উত্তর দিকে আছে একটি পুকুর।

ন্ন = ন + ন — কান্না
– শিশুটির কান্না থামছেই না।

বৃ = ব+ ঋ–ফলা (ৃ) — বৃথা
– বৃথা সময় নষ্ট করো না।

❑ **নিচের যুক্তবর্ণগুলো কোন কোন বর্ণ নিয়ে তৈরি ভেঙে দেখাও এবং প্রতিটি যুক্তবর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ গঠন করে বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।**

ল্প, ন্ধ, ৰ, ট্র, ক্র।

উত্তর :

ল্প = ল + প — কল্পনা
– শিশুরা কল্পনা করতে ভালোবাসে।

ন্ধ = ন + ধ — বন্ধ
– কাল থেকে স্কুল বন্ধ।

ৰ = ক + ষ — পরীৰা
– শনিবার থেকে পরীৰা শুরব।

ট্র = ট + র–ফলা (্র) — ট্রাম
– ট্রামে চড়ার মজাই আলাদা।

ক্র = ক + র–ফলা (্র) — ক্রমিক
– সামির খাতায় ক্রমিক নং লিখল।

বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদ পুনঃলিখন

❑ **সঠিক স্থানে বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি আবার লেখ।**

রবমা রবৰা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয় চিৎকার করে বলে যুদ্ধ করতে হবে রে যুদ্ধ যুদ্ধ

উত্তর : রবমা-রবৰা বাবার হাত ছাড়িয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে যুদ্ধের কথা বলার জন্য ছুট দেয়। চিৎকার করে বলে, যুদ্ধ করতে হবে রে। যুদ্ধ যুদ্ধ।

এককথায় প্রকাশ/ক্রিয়াপদের চলিতরূ প লিখন

❑ **ক্রিয়াপদের চলিত রূ প লেখ।**

শুনিতেছিল, ছুড়িতে, বসিয়া, বলিল, চাহিয়াছিল।

উত্তর :

সাধু রূ প		চলিত রূ প
শুনিতেছিল	—	শুনছিল
ছুড়িতে	—	ছুড়তে
বসিয়া	—	বসে
বলিল	—	বলল

চাহিয়াছিল – চেয়েছিল

বিপরীত/সমার্থক শব্দ লিখন

❑ **নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ।**

আদর, আগুন, ঘুম, দোকান, বাবা।

উত্তর :

মূল শব্দ		সমার্থক শব্দ
আদর	–	স্নেহ, মমতা।
আগুন	–	অনল, অগ্নি।
ঘুম	–	তন্দ্রা, নিদ্রা।
দোকান	–	আপণ, বিপণি।
বাবা	–	আব্বা, পিতা।

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

বন্ধ, কেনা, মুক্তি, ডোবা, দ্রবত, সহজ।

উত্তর :

মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ	মূল শব্দ		বিপরীত শব্দ
বন্ধ	–	খোলা	ডোবা	–	ভাসা
কেনা	–	বেচা	দ্রবত	–	ধীরে
মুক্তি	–	বন্ধন	সহজ	–	কঠিন

❑ **নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ।**

জন্ম, কান্না, ভরা, যুদ্ধ, দূর, শুকনো।

উত্তর :

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
জন্ম	মৃত্যু
কান্না	হাসি
যুদ্ধ	শান্তি
শুকনো	ভেজা